হইয়াছি। সামান্ত কুলী মজুরদিগের কথাও যে সম্রাটের কর্ণগোচর হয়, ইহা জানিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম।

নূতন ব্যবস্থা-সচিব—ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা সচিব মিঃ এস, পি, সিংহ মহোদয় এই নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে ব্যবস্থা সচিবের পদত্যাগ করিবেন। এই পদে মিঃ সৈয়দআলী ইমাম প্রতিষ্ঠিত হইবেন। মিঃ এস, পি, সিংহ মহোদয় যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া সকলের নিকট প্রশংসালাভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি মিঃ আলী ইমামও এ পদের সম্পূর্ণ যোগ্য হইবেন।

অদ্ভুত ঘটনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্রমে তিনি গন্তব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া, যতদূর দৃষ্টি চলে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইলে, দর্শনেন্দ্রিয়ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়। এজন্য নানাবিধ অপরূপ, অনৈসর্গিক দৃশ্য সকল তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার সে সকল মরীচিকাজালের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। এই ভাবে বহুক্ষণ গত হইলে, দেখিলেন, পূর্ব্ববৎ সেই আলোকমালা অগ্রসর হইতেছে। তিনি তৎপূর্ব্বক্ষণে নানা অলীক দৃশ্যপরম্পরা দর্শন করায়, প্রথমতঃ সেই অগ্রসারিণী আলোকমালাকেও ইন্দ্রজাল ভাবিলেন। কিন্তু তাহা যতই তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিল, তাঁহার সংশয় ততই দূর হইতে লাগিল। ক্রমে যানসহ সেই বিকটমূর্ত্তিরা পুষ্করিণীতটে আরোহণ করিল। তখন ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিতে লাগিল। হৃৎপিণ্ডের গতি ও শ্বাসক্রিয়া দ্রুতবেগে বহিতে লাগিল। ক্ষণেক্ষণে যেন শ্বাসরোধ হইতে লাগিল। বাহকেরা যান লইয়া, সেই যুগ্ম তালবৃক্ষের নিকট দণ্ডায়মান হইল। তখন ব্রাহ্মণ, "যা করেন মা জগদম্বা, এই শেষ,"—এই ভাবিয়া অতি কষ্টে আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া, কম্পান্বিত কলেবরে ও যুক্তকরে পাল্কির দ্বার সন্নিধানে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং যুক্তকরে সেই পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। সেই পুরুষ, ব্রাহ্মণের দিকে ঈষৎ দৃক্‌পাত করিয়া, নিজ অনুচরবর্গকে লক্ষ্য করিয়া, ভীষণ রোষ প্রকাশপূর্ব্বক কঠোর স্বরে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহার শ্রবণভৈরব রবে বৃক্ষাদি সহিত সমস্ত তটভূমি যেন থরথর কাঁপিতে

লাগিল। তাহার সেই ভীষণ লোচন হইতে যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর সেই যানারূঢ় মূর্ত্তিটা কি বলিল, তাহার এক বর্ণও ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন না। তাহার আদেশমাত্র তদনুচর বিকটমূর্ত্তি কয়েকটা বায়ুবেগে প্রস্থান করিল। বহুক্ষণ পরে দৃষ্ট হইল, তাহারা অপর একটা ভীষণাকার মূর্ত্তিকে বন্ধন ও প্রহার করত টানিয়া আনিতেছে। সে তথায় আনীত হইয়াই, সেই দলপতির নিকট যেন কতই কাকুতি-মিনতি ও কাতরতা প্রকাশ করিয়া কি বলিতে লাগিল। অনন্তর দলপতি সেই পত্রখণ্ডে পূর্ব্ববৎ লৌহশলাকা দ্বারা কি লিখিল এবং তাহা সেই ব্রাহ্মণের দিকে নিক্ষেপ করিল। ব্রাহ্মণও কাঁপিতে কাঁপিতে তাহা কুড়াইয়া লইলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন তথায় কেহই নাই। সকলি নিঃশব্দ ও শূন্যময়। তিনি তথায় বহুক্ষণ বিচেতনাবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া, সেই পত্রখানি গ্রহণপূর্ব্বক কম্পান্বিত দেহে অতি কষ্টে গোপালের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোপাল ও তদীয় জননী তখনও জাগিয়া ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের বিলম্বে নানা অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া, ব্যাকুলভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ কোনও কথাই বলিতে পারিলেন না। থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। অনন্তর উহাঁদের বহু যত্নে সংজ্ঞালাভ করিয়া, সেই পত্রখানি গোপালকে দিলেন। গোপাল তাহা দীপালোকে পড়িয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ঠাকুর! আপনার সঙ্কট কাটিয়াছে। মা ব্রহ্মময়ীর কৃপায় কল্যই আপনার পুত্রবধূকে পাইবেন। তাঁহার উপর কোনও অত্যাচার হয় নাই। অধিক কি, তাঁহাকে কেহ স্পর্শও করে নাই। আমার এ বিদ্যা ব্যর্থ হইবার নহে।

এই শুভসংবাদে ব্রাহ্মণ যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, আনন্দে বিহ্বল হইয়া বারবার তদীয় বাক্যের নিঃসংশয়তার পক্ষে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গোপাল নিজ বাক্যের অব্যর্থতার বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন,—এক্ষণে যাহা বলি, তাহা করুন। বেহারারা সেদিন যে সময়, যে স্থানে পাল্কি নামাইয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, আপনি কল্য দিবাভাগে ঠিক সেই সময় সেই স্থানে সেই ভাবে পাল্কি রাখিয়া, অন্তরালে থাকিয়া অপেক্ষা করিবেন। বধূমাতা সেদিন হস্তমুখ প্রক্ষালনে গিয়া যে স্থানে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়াছিলেন, সেই পাত্র জলপূর্ণ করিয়া ঠিক্ সেই স্থানে রাখিবেন। অনন্তর, আপনারা নিঃশব্দে পূর্ব্ব স্থানে পূর্ব্ববৎ বসিয়া থাকিবেন। তাহার পর বধূমাতার দেখা পাইবেন। কিন্তু সাবধান! বধূকে আপনারা কোনও প্রশ্ন করিবেন না। করিলেও, তিনি তদুত্তর

দানে অসমর্থা। তাঁহার মনে ইহাই ধ্রুব জ্ঞান যে, তিনি ঠিক্ সেইদিন, সেই সময় সেই স্থানেই আছেন, এইমাত্র হস্তমুখ প্রক্ষালনে গিয়াছিলেন, হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়াই ফিরিতেছেন, তাহার পর যে এত দিন গত হইয়াছে, এত কাণ্ড হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র উদ্বোধ তাঁহার নাই। তিনি এ কয় দিন ভৌতিকী মায়ায় এককালে সংজ্ঞাশূন্যা ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে নানা ফলমূলাদি উপস্থিত হইত। তিনি তাহা ভোজন করিলেও, সে স্মৃতি এককালে বিলুপ্ত। রূপজ মোহ ভূতযোনিরও আছে। অথচ ভোগশক্তি নাই। সতী নারীর ছায়াও তাহারা স্পর্শ করিতে পারে না। কেবল তাঁহাকে জ্ঞানশূন্যা করিয়া নানাস্থানে ঘুরাইতে থাকে।

ব্রাহ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া গোপাল গিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ দুশ্চিন্তানলে দহ্যমান; তাঁহার আহার নিদ্রা লোপ পাইয়াছিল। পূর্ব্বাপর সেই সকল লোমহর্ষণ ঘটনাবলী ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার চক্ষের উপর রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতে যথাসম্ভব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন নব মেঘের প্রতীক্ষা করে, তেমনি রুদ্ধশ্বাসে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কোনওক্রমে নামমাত্র ভোজন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বসঙ্কটনাশিনী জগদম্বার নাম করিতে করিতে ঠিক্ সেই সময়ে পাল্কি ও বেহারা লইয়া সেই স্থানে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু সাড়া-শব্দ পাইলেই অমনি সেই ঝোপের দিকে ছুটিয়া গিয়া, তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বসিয়া পড়েন। ইত্যবসরে সেই গুল্মান্তরাল হইতে অকস্মাৎ এক অবগুণ্ঠনবতী নারী বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়াই তিনি সেই জলপাত্র লইয়া আড়ালে গেলেন। ব্রাহ্মণ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কথা সরিল না। "এই যে আমার বৌ-মা!"—বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া, আবার কি বলিতে যাইবেন, এমন সময় গোপালের নিষেধবাক্য স্মরণ করিয়া নীরব হইলেন। অনন্তর বধূকে পাল্কিতে লইয়া দ্রুতপদে সকলে গোপালের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোপাল ও তাঁহার মাতা অতিমাত্র ব্যগ্রভাবে তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরম যত্নে বধূটীর শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে স্নানাহার করাইলেন। বধূ নিরতিশয় কৃশা ও দুর্ব্বলা হইয়াছেন, অথচ হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই জানেন না। ভৌতিকী মায়ায় তাঁহার সেই অলৌকিকী ঘটনাবলীর স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। অঘটনঘটনাপটীয়সী বিধাতৃলীলার রহস্য উদ্ভেদ করা মানববুদ্ধির অসাধ্য। অনন্তর সে রাত্রি তাঁহারা গোপালের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক, অতি প্রত্যূষেই যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে গোপাল বধূটীর হস্তে একটী

কবচযুক্ত মাদুলি পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, যেন এ কবচ কদাচ তাঁহার অঙ্গচ্যুত না হয়।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

অন্তদিকে কেহ ইহাও মনে করিবেন না যে প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্ম বা জীবিকা উপার্জ্জন নিঃস্বার্থ পরোপকারের সঙ্গে একত্র সাধন করা অসাধ্য। বরং উহার পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র এরূপ দেখা যায় যে যাহারা পরিশ্রমে অভ্যস্ত, তাহারা কাজে ভয় পায় না। আমি সহরে মফঃস্বলে এমন অনেক দরিদ্র পরিবার দেখিয়াছি, যাহারা নিজেদের জীবিকার জন্ত সমস্ত দিন চাল কাঁড়া, ধান ভাঙ্গা বা ময়দা পেষা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমে রত থাকে, তথাচ পাড়া প্রতিবাসীর কোন বিপদ্ কিম্বা অসুখ হইলে, সকলের আগে তাহারাই তাহাদের সাহায্যের জন্ত ছুটে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত গরীবের স্ত্রী নিজের দু তিনটা শিশু লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তথাপি সে পীড়িত প্রতিবাসিনীর ছেলেকে নাওয়াইবার ও খাওয়াইবার সময় পায়। প্রতিবাসীর সেবা ও তাহার ঔষধপথ্যের জোগাড় করিয়া দেয়।

এইরূপে সকলেরই ঘরে বাহিরে কার্য্য করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কে কোন্ কাজটাতে নিপুণ বা কোন্টী করিতে ইচ্ছুক, তাহা রুচি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যে শিল্পকর্ম্মে পটু, শিল্পই তাহার প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত। রন্ধনে যাহার আমোদ, রন্ধনকার্য্যের ভার লওয়াই তার পক্ষে ভাল। পরসেবায় যে মনোযোগী, পীড়িতের তত্বাবধান করাই তার উপযুক্ত কাজ: কিন্তু যদি কখন এরূপ ঘটে যে কোন স্ত্রীলোক কিছুতেই আগ্রহ দেখায় না—শিল্প, রন্ধন, গৃহকর্ম্ম, রোগীর সেবা এ সকল কাজই তার কাছে এক রকম ভার স্বরূপ, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে নিজের মনোগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও পরের জন্ত কোন না কোন সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এ সংসারে কোন নারী যদি যথার্থ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তবে কেবল আপন উদর পূর্ণ ও শরীর আচ্ছাদন করিলেই চলিবে না। ওরূপে আত্মপর হইয়া থাকা ইতর প্রাণীদেরই শোভা পায়; কিন্তু সর্ব্বত্রপূজিত নারী জাতির জীবনে উহা বড় লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। মানব-চরিত্রকে নীচ ও মানুষের অবস্থাকে শোচনীয় করিবার নিমিত্ত আলস্যের মত অপকারী শত্রু আর কিছুই নাই। উহা লোহায়

মরিচার ন্যায়, কুসুম কলিকায় কীটের ন্যায়, দেহে জরার ন্যায় মানুষকে একটু একটু করিয়া খাইয়া ফেলে। আলস্য যে আমাদের কতদূর অনিষ্ট করিতেছে, তাহা বঙ্গমহিলারা যদি একবার স্পষ্টরূপে দেখিতে পান, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা নিজেই উহার সঙ্গে যুঝিতে প্রবৃত্ত হইবেন। আর ঐ আলস্য ও বিবশতারূপ শত্রুদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা ব্যগ্রভাবে প্রকৃত কর্ম্মে মন দিলে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিবেন, যে কাজ তাঁহাদিগকে অধিকতর প্রফুল্ল, আনন্দিত ও সম্মানিত করে, কেবল তাহা নয়, উহা তাঁহাদিগকে দশগুণ বেশী সুখী, সুস্থ ও ধর্ম্মপ্রবণ করে।

কিছুদিন হইল, একজন বিধবার সহিত আমার দেখা হয়, তাঁহার প্রীতিপূর্ণ দয়ালু মুখ দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, তিনি অতি সুশিক্ষিতা একজন ধনী হিন্দুমহিলা, আর সর্ব্বদা দাতব্যকার্য্যে এত ব্যস্ত যে প্রতিদিন তাঁর একদণ্ড বিশ্রামের সময় নাই। আমি তাঁর পরোপকারের ও নিষ্কাম জীবনের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কিরূপে ঐ সকল কার্য্যের পথ আবিষ্কার করিলেন? কেহ কি আপনাকে এ সকল কাজ দেখাইয়া দিয়াছিল, না দরিদ্র লোকেরা আপনার কাছে আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিল।

তিনি উত্তর দিলেন,—না, না, তাহা নয়, স্বামি শোকে পাগল হইয়া আমি প্রায় ছয়মাস নিষ্কর্ম্মা হইয়া শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু ঐ বিহ্বল জীবন আমার শোকের তীক্ষ্ণতা কমাইবার পরিবর্ত্তে উহা আমাকে এতদূর যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে আমি হতাশ হইয়া একদিন বিছানা হইতে উঠিলাম ও আপনাকে ভুলিবার জন্য এই পরোপকার ব্রত লইলাম। সেইদিন হইতে আমার শোক তাপ সব চলিয়া গিয়াছে, আমার জীবন এখন আর সে জলন্ত নিরাশায় পুড়িয়া মরে না, উহা আমি চারিদিকের গরীবদুঃখীদিগের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি। নিষ্কর্ম্মা জীবনের ক্লেশ ও কর্ম্মময় ব্যস্ত জীবনের আনন্দ আমি এখন সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি।

আমার বোধ হয় ঐ উন্নতচরিত্রা বিধবার মত হাজার হাজার শোকাতুরা স্ত্রীলোক আমাদের হিন্দুসংসারে আছেন, যাঁহারা আত্ম ভুলিবার জন্য পরোপকারে খাটিতে উদ্যত। কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ শিক্ষিতা না হওয়ায় নিজেদের কাজ বাছিয়া লইতে অপারগ। সে কারণে এই সকল প্রবন্ধে আমি কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হইবার সংকল্প করিয়াছি। সধবা, বিধবা, কে কোথায় হিন্দুমহিলা আছেন, আসুন, আমি আপনাদের হাত ধরিয়ে খাটাইতে চাই, আপনাদের স্নেহময় উৎসাহ চাই, জগতে আপনাদিগকে আবার পূজিতা দেখিতে

বাসনা করি। আপনাদের শোচনীয় অবস্থায় হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। এ বিশাল সংসারক্ষেত্রে ঈশ্বর সামান্য কীট পতঙ্গেরও জীবনের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং আপনারা হাজার অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকুন, মানুষের যত স্বাধ্য স্বত্ব থেকে বহিষ্কৃত হউন, জগদীশ্বর নারীজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও তাহাদিগের কার্য্য অসীম করিয়াছেন। এখন আসুন, যে যার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়া সকলে এক মনে, এক সঙ্গে খাটিয়া যাই। দেখিব, তখন কোন্ পুরুষ আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য বঙ্গবালা বলিয়া ঘৃণা করে। দেখিব, কোন্ হিন্দু আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতে সাহস পায়! আর দেখিব, কোন্ আর্য্য-সন্তান তখন আর্য্যমহিলাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকে!

খাটিতে এসেছি হেথা খাটিতে কি ভয় তবে?\
আয়, আয়, আয়, বোন্! চলি আয়, খেটে সবে।\
না থাকে অভাব ঘরে, খাটিব পরের তরে,\
শ্রমেতে আনিব ধরে স্বরগ এ ধরা পরে।\
জীবন জমির সম—চষিলে সুফল ধরে;\
আলস্যে রেখনা ফেলে হয়ে যাবে মরুভূমি,\
জন্মাবে না ফল ফুল, শুকাবে রোপিলে মূল,\
বালিমাঝে পুড়ে যাবে তুমি।\
এমন দুর্লভ দান, পেয়ে কেন পোড়াইবে?\
সাধে কেন করিবেরে উর্ব্বরে কণ্টকময়?\
ঐ শোন! চারিধারে আয় আয়, ডাক ছাড়ে\
উহাদের তরে তুমি ঢেলে দাও ও হৃদয়।\
অতীত ঘটনা ভুলে, ভবিষ্যৎ পাশে ফেলে\
এই বর্ত্তমানে সদা খেটে চলে যাও।\
দেখিবে সে কাজ শেষে যেথা সেথা একা ব'সে\
জীবনে বিমল সুখ পাও কিনা পাও।\
ছোট বড় চাষাভুষা সবাই যে খাটে হেথা,\
কাজ বিনা এ জগতে কি হেন ঔষধ আছে\
নিবাইতে পারে যাহা দুঃখীর প্রাণের ব্যথা?\
এ জগৎ কর্ম্মভূমি—মানুষ কাজের চেলা,\
মোরাও মানুষ—তবে কেন তায় করি হেলা?\
শ্রমেতে ঘুচিবে রোগ হৃদয়ে ফুটিবে হাসি,\
ফুরতি উথলি উঠে ঢালিবে প্রণয়রাশি।\
পৃথিবী স্বরগ হবে, আঁধারে জ্বলিবে রবি,\
সংসার হইবে হেথা, সুখ, কর্ম্ম, ধর্ম্ম ছবি।

[এ উপাদেয় প্রবন্ধ বঙ্গবালা মাত্রেরই পঠনীয় এবং বেদবাক্যের ন্যায় অনুসরণীয়। আশা করি, লেখিকা স্বদেশীয়া ভগিনীদের হিতার্থে যে লেখনী ধরিয়াছেন, তাহা বিরত হইবে না।]

শ্রীতারাকুমার।

আব্রাহাম্ লিন্কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম অধ্যায়।

মিষ্টার ওফাটের (Mr. Offut)-এর ব্যবসায়-ভাণ্ডারের অস্তিত্বলোপের সঙ্গে আব্রাহাম্ লিন্কনের সমরকৌশল প্রদর্শনের সুযোগ উপস্থিত হইল। একদল ইণ্ডিয়ান যুদ্ধে শ্বেতকায় পুরুষদিগের নিকট এক সময় পরাজিত হইয়া মিসিসিপি নদীর অপর পারে বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহাদের অধিনায়ক ব্ল্যাক হক্ (Black Hawk) পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এই সময় শ্বেতকায় পুরুষদিগের বিরুদ্ধে অভিযানে কৃতসংকল্প হইল, এবং তাহার আহ্বানে তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণও সমরপ্রাঙ্গণে জীবন বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইল। ইলিনয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে ইলিনয় ও নিউস্যালেমের অধিবাসিগণ সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইল। লিন্কনও তাহাদিগের সঙ্গে যোগদান করিলেন।

আব্রাহাম লিন্কন্ ও ফিটজ্প্যাট্রিক (Fitzpatrick) দুইজনে সৈন্যাধ্যক্ষের পদপ্রার্থী হইলে দেশবাসিগণের উপর নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করা হয়। একটী প্রশস্ত ময়দানের দুই প্রান্তে পদপ্রার্থিদ্বয় দণ্ডায়মান রহিলেন। দেশবাসিগণের মধ্যে যে যাঁহাকে মনোনীত করিল, সে তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। আব্রাহামের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটসংখ্যা অতি অল্পই হইল। এবং অবশেষে ফিটজ্প্যাট্রিকের পক্ষীয় ভোটদাতৃগণ আব্রাহামের পক্ষাবলম্বন করিল। আব্রাহাম্ লিন্কন্ অধ্যক্ষের পদে নির্ব্বাচিত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ইণ্ডিয়ানদিগকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও আব্রাহামের সদ্ব্যবহারে ও সুবন্দোবস্তগুণে তাহারা সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিত। প্রায় তিন মাস যুদ্ধ চলিল। তৃতীয় মাস অবসানের সঙ্গে সমরানল নির্ব্বাপিত হইল। ইণ্ডিয়ানদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল; আব্রাহাম যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিলেও আব্রাহাম লিন্কনের হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলত্ব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সমরপ্রাঙ্গণে শত্রুসংহারে আনন্দ অনুভব করিলেও তিনি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। যুদ্ধের সময় একদিন এক ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও শ্রান্ত শত্রুপক্ষীয় সৈনিক তাঁহার শিবিরে

প্রবেশ করিয়াছিল। আব্রাহামের সৈন্যগণ তাহাকে বন্দী করিয়া গুপ্তচর সন্দেহে তাহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইল। বন্দী আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অধ্যক্ষের বিনানুমতিতে কোনও কার্য্য করা সৈন্যদিগের পক্ষে নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়াই বন্দী এতক্ষণ জীবিত ছিল। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন। বন্দীর দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করিলেন। ব্ল্যাক্‌হক্ যুদ্ধাবসানে আব্রাহাম্ লিন্‌কন যখন নিউস্যালেমে প্রত্যাগমন করেন, তখন তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে আদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময় আব্রাহাম ইলিনয় রাজ্যের ব্যবস্থাপকের পদপ্রার্থী হইবার জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি এতবড় সম্মানের উপযুক্ত পাত্র নন, এ কথা তাঁহার মনে উদিত হইলেও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া উক্ত পদপ্রার্থী হইতে হইয়াছিল। যাঁহারা গুণের আদর করিতেন, তাঁহারা আব্রাহামের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানা চেষ্টা সত্ত্বেও আব্রাহাম ব্যবস্থাপকের পদ লাভ করিতে পারিলেন না। ইহার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত হন নাই। ভোট সংগ্রহ করিবার সময় একদিন তিনি কোন একস্থানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"Gentlemen & fellow citizens, you all know who I am. I am humble Abraham Lincoln. I have been solicited by many friends to become a candidate for the Legislature. My politics are short and sweet : I am in favour of a national Bank. I am in favour of the internal improvement system and a high protective tariff. These are my sentiments and political principles. If elected, I shall be thankful ; if not, it will be all the same."

সরলপ্রকৃতি ও ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে যে অনেক স্থলে বিপদে পতিত হইতে হয়, আব্রাহাম্ লিনকনের জীবনের নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আব্রাহাম্ মিষ্টার বেরী নামক এক ব্যক্তির সহিত নিউস্যালেমে একটী ব্যবসায়-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ইহার জন্য তাঁহাকে শেষে ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। মিষ্টার বেরী যখন বুঝিলেন যে ভাণ্ডার হইতে বিন্দুমাত্র লাভের আশা নাই, ক্রমশই ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তিনি স্বীয় সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিলেন।

সমুদায় ঋণভার ধর্ম্মভীরু লিনকনের স্কন্ধে পতিত হইল। ইচ্ছা করিলে আব্রাহাম্ সমুদায় ঋণের অর্দ্ধাংশ মিষ্টার বেরীর স্কন্ধে চাপাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। অর্থের অসদ্ভাব হেতু তিনি সে সময় ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ না হইলেও সময়ে ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অলসভাবে কালযাপন করিলে উদরান্নের সংস্থান হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া লিনকন কার্য্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভগ্নোৎসাহ না হইয়া আত্মোন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় Burns এবং Shakespeare এর গ্রন্থাবলী, Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, Robin's Ancient History প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি অতি যত্নের সহিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধারণ ছাত্রদিগের ন্যায় আব্রাহাম কোনও গ্রন্থ কেবল পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন না; সংক্ষেপে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপ অভ্যাসের গুণেই অধীত বিষয় তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকিত।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ শীঘ্রই একটী কার্য্য পাইলেন। নিউস্যালেমে, মিষ্টার ওলিস নামক এক ব্যক্তি একটী ব্যবসায়-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া আব্রাহামকে তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। আব্রাহাম সুখ্যাতির সহিত কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি আন্দমন প্রদেশের সার্ভেয়ার জন কেল হাউন (John Calhoun) নামক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হন। কেলহাউন অতি গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আব্রাহামের কার্য্যকুশলতা ও সচ্চরিত্রতার কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে আপনার সহকারিরূপে গ্রহণ করিলেন। আব্রাহাম্ তাঁহার নিকট কিয়দ্দিবস কার্য্য শিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত পুস্তক সকল পাঠ করিয়া অতি শীঘ্রই সমস্ত কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি এই কার্য্যে যে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতে তাঁহার সংসারখরচ একরূপ চলিয়া যাইত।

আব্রাহাম্ লিন্‌কনের সহৃদয়তার ও পরদুঃখকাতরতার একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। জন কেলহাউনের নিকট কার্য্যকালে একদিন তিনি দেখিলেন যে, এবট্রেন্ট নামক একটী লোক নিদারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে একখণ্ড কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, এবট্রেন্ট বলিল যে, এই কার্য্যের পারিশ্রমিক দ্বারা একযোড়া জুতা ক্রয় করিয়া শীতের প্রকোপ নিবারণ করিবে। আব্রাহাম্ শুনিয়া অবিলম্বে শ্রান্ত এবট্রেন্টের হস্ত হইতে কুঠার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং কাষ্ঠছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য, পারিশ্রমিক

এবট্রেন্টই পাইল। কার্য্যটী অতি সামান্য, কিন্তু অনেক সময় এইরূপ সামান্য কার্য্য দ্বারাই লোকের চরিত্র বুঝিবার অধিক সুবিধা হয়। (ক্রমশঃ।)

খ্রীষ্ট ও কৃষক।

জনৈক কৃষক বীজ বপন করিতেছিল। তাহার কতকগুলি বীজ পথে পড়িয়া গেল, তাহা পক্ষিগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। কতকগুলি অল্প মৃত্তিকাযুক্ত প্রস্তরের মধ্যে পড়িল। ঐ গুলি অঙ্কুরিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের মূল অধিক দূর প্রবেশ করিতে না পারায় সূর্য্যোত্তাপে অঙ্কুরগুলি শুষ্ক হইল। অপর কতকগুলি বীজ কণ্টকাকীর্ণ স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহারা উৎপন্ন হইয়া কণ্টকবনে আবৃত হইয়া বিনষ্ট হইল। যে বীজগুলি কর্ষিত ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া কৃষকের পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করিল।

খ্রীষ্টের এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্য শিষ্যগণ বুঝিতে সক্ষম না হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে এইরূপে বুঝাইয়া দিলেন। যথা—

যে ব্যক্তি স্বর্গ-রাজ্যের কথা শ্রবণ করিয়াও তাহার অভিপ্রায় বোধগম্য করিতে পারে না, শয়তান আসিয়া তাহার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দেয়। যে মনোযোগ দিয়া ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করে না, এ কাণ দিয়া শুনে, ও কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহার এইরূপ অবস্থা হয় বটে। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা। আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।

শুনিবার উপায়াভাবে ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। শুনিয়াও অনেকে তাহাকে জানিতে পারে না। এবং নিপুণরূপে অনুমান হইয়াছে এমন জ্ঞাতাও দুর্ল্লভ। যে বীজ প্রস্তরে পতিত হইয়াছিল, তাহার সহিত খ্রীষ্ট সেই সকল লোকের তুলনা দিয়াছেন, যাহারা শুনিবামাত্র আহ্লাদের সহিত ঈশ্বরের আজ্ঞা গ্রহণ করে, কিন্তু গভীর শ্রদ্ধার অভাবে প্রতিপালন করিতে পারে না। সংসারের দুঃখ-ক্লেশে ও শোকের উৎপীড়নে ক্রমে ক্রমে বীতরাগ হয়।

গীতাতে বলিয়াছেন, দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

যিনি দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নচিত্ত এবং সুখেতে বিগতস্পৃহ, যিনি রাগভয়ক্রোধশূন্য, তিনিই স্থিরধী। স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলে কেহ ধর্ম্মপথে চিরকাল অবস্থান করিতে পারে না।

কণ্টকাকীর্ণ স্থানে যে বীজ পতিত হয়, তাহার বৃদ্ধি হইতে পারে না। পৃথিবীর ধন মান-ঐশ্বর্য্যের চিন্তা এবং তাহাদের প্রলোভনে পড়িয়া তাহার ধর্ম্মভাব ক্রমে চলিয়া যায়।

কর্ষিত ভূমিতে যে সকল বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে ফসল উৎপন্ন হইয়া কৃষকের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল।

ভাটপাড়ার ঠান্‌দিদি।

(বাঘের কথা)

ভাটপাড়ার আমাদের এক ঠান্‌দিদি ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের কনিষ্ঠা সোদরা। তাঁহার একমাত্র পুত্র, নাম শম্ভুচন্দ্র। তিনি ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র মাতার অনুগামী। বুড়ি প্রাণান্তেও পুত্রটীকে সঙ্গছাড়া করিতেন না। বৈধব্যের পর, তিনি পুত্রকে সঙ্গে করিয়া নানা স্থানে শিষ্য ও প্রজাদের গৃহে গিয়া বার্ষিক, দর্শনী ও খাজনাপত্র আদায় করিয়া বেড়াইতেন। পুত্রবধূকে আমাদের গৃহে রাখিয়া যাইতেন। আমরা তাঁহাকে ছানাকাকী বলিতাম। তিনি অতি শৈশবে বিবাহিতা, পিতৃমাতৃহীনা। তিনি আমার জ্যেষ্ঠা সোদরাকে মা বলিতেন এবং সর্ব্বদা কচি-ছেলের ন্যায় আবদার করিতেন। কাহাকেও লজ্জা-সরম বা ভয়-সঙ্কোচ বিধাতা তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখেন নাই। তাঁহাকে আমরা সকলেই ভাল বাসিতাম। তিনি যখন আমাদের নিকট হইতে ভাটপাড়ার বাটীতে যাইতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আমরাও রোদন করিতাম।

আমাদের সেই ঠান্‌দিদি প্রায় ছয় মাস প্রবাসে থাকিয়া আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রাশীকৃত ছানার মুড়কি আঁচলে বাঁধিয়া, পুত্রসহ আমাদের বাটীতে আসিতেন। ছানার মুড়কি আমার প্রিয় সামগ্রী। আমাকে খুসী করিতে পারিলে বাটীতে আর কাহারও ভয়ের কারণ থাকিত না। কেননা আমি বহুপরিবার মধ্যে, মা, বাবা, ঠাকুমা, দাদা, বড় বৌদিদি ও আমার বড় ভগিনীর আদুরে গোপাল। আমার বড় ভগিনী বালবিধবা। অদ্যাপি জীবিতা। বৈধব্যাবধি আমাদের বাটীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। বাটীতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ, পিতামহীর বা কর্ত্তাদের নিকট অগ্রাহ্য।

ভাটপাড়ার বুড়ি বাটীতে আসিলে, আমাদের আনন্দ ধরিত না। প্রথম, ফরসডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ছানার মুড়কির আকর্ষণ; দ্বিতীয়, তাঁহার গল্পের আকর্ষণ। তিনি অতি প্রখরা ও প্রচণ্ডা হইলেও, আমাদের নিকট জল। সন্ধ্যাকালে খেলাধূলার অবসানে, আমরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিতাম। তিনি অশ্রান্ত গল্পের উৎস ছিলেন। গল্প বলিবার সময়, তাঁহার বদন হইতে, দোক্তা-পোড়া-গুলকণিকাসম্পৃক্ত মুখসুধার ছিটাগুলি,

ছিটা গুলির ন্যায় আমাদের চোখে মুখে পতিত হইত। চোখ মুছিতে মুছিতে আমরা তন্ময়ভাবে গল্প শুনিতাম। বোধ হয়, গুল তাঁহার গলায় ঢুকিত, তাই তিনি কথা কহিতে কহিতে বারংবার খোঁক্ খোঁক্ শব্দ করিতেন। "দোরো" নামক স্থানে তাঁহার কোনও শিষ্যালয়ে নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল,—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, তাঁহাদের একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ, পর্ণকুটীরে বাস করেন। বধূটী নবপ্রসূতা। তিনি বাটীর মধ্যে নিকৃষ্টতম, জীর্ণ-শীর্ণ, বায়ুসঞ্চাররহিত একটু ক্ষুদ্র পর্ণশালায় পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন (১)। প্রবেশদ্বারে একখানি দরমার ঝাঁপ লাগান, বাহির হইতে একটু ঠেলিলেই তাহা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়। শীতকাল, গভীর রাত্রি, পল্লীগ্রাম, সকলি নিষুপ্ত ও নীরব। নিশীথিনী 'সোঁ-ও-ও' শব্দ তুলিয়া যেন কাহারও উদ্দেশে গভীর মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিতেছে, যেন যোগমগ্না যোগিনীর অনাহত চক্রোত্থিত প্রণবধ্বনি, অনন্ত মহাশূন্য ভেদ করিয়া, সেই অনন্তদেবের পাদপদ্মে গিয়া মিশিতেছে। ঝিল্লীরাও অশ্রান্ত-ধারায় সেই সঙ্গে তান দিতেছে। শৃগালগুলা অতি অসভ্য ও বর্ব্বর। তাহাদের পোড়া চক্ষে ঘুম নাই। তাহারা বংশবন মুখরিত করিয়া, নিশাদেবীর সে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রসভঙ্গ করিতেছে। "ট্যাহু-ট্যাহু পাচ্চা-হু পাচ্চা-হু" সারা-রাত্রি প্রহরে প্রহরে শুধু ঐ বুলি। বেটা-দের অভিধানে কি আর অন্য শব্দ নাই?

সেই গভীর নিশীথে, সেই ক্ষুদ্র সূতিকাগৃহের মধ্যে, দ্বারের সম্মুখের কয়েক পদ অন্তরে অগ্নিকুণ্ড, তাহাতে বৃহৎ একখণ্ড গরাণের কুঁদা, অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া অগ্নিসংযোগে গন্-গন্ করিতেছিল। তাহার এক পার্শ্বে কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা ধাত্রী, আকণ্ঠ অন্ন গিলিয়া, মুখে এক গাল পান ও একটা আস্ত দোক্তা-পাতা গুঁজিয়া, তাম্বূল-রসে রক্তদন্তিকা হইয়া, হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিল। সেদিন তাহার অন্ন-রাশিতে ব্যঞ্জনের মাত্রা নূ্যন হওয়ায়, সে বিস্তর বকাবকি করিয়াছিল। অমুক অমুক বাবুর বাটীতে সে সূতিকাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কতই ভাল ভাল ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন আকণ্ঠ ভোজন করিত, কত আদর যত্ন পাইত, কত বক্‌সিস্ পাইয়া-ছিল, তাহা সে শতবার উল্লেখ করিতে ভোলে নাই। সে সময় নিদ্রা নাই কেবল সেই নিত্যজাগ্রত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মার, আর নবপ্রসূত শিশুর প্রসূতির। জীবলোকের প্রতি ঈশ্বরের চক্ষু ও প্রসূতের প্রতি প্রসূতির

(১) এ দেশে সচরাচর, বাটীর মধ্যে নিকৃষ্টতম, দুর্গন্ধি, আলোক বায়ু-রহিত, স্যাঁৎসেঁতে ক্ষুদ্রতম কুটীরী, হিন্দুর পবিত্রতম সূতিকাঘরের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া উচিত, তাহাই জঘন্যতম!

চক্ষু যে দিন যে মুহূর্ত্তে নিমীলিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এই জীবলোক মহাশ্মশান!

শিশুর অপরপার্শ্বে প্রসূতি অর্দ্ধশয়ানা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণ হইতে তাঁহার যেন জন্মান্তর হইয়াছে। সে বালিকা-সুলভ, চিন্তা-আবেগ উৎকণ্ঠার ছায়াবিরহিত, অনাবিল, দায়িত্বশূন্য, সুকোমল ভাবটী, একটু গাম্ভীর্য্যে—একটু-ধৈর্য্যে যেন একটু উৎকণ্ঠায় এবং একটু কি যেন চিন্তায় পরিবর্ত্তিত। এক্ষণে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম নামমাত্র। এক একবার তন্দ্রা আসিতেছে, পরক্ষণেই কোথায় একটু খুসখাস্ শব্দ বা কল্পিত শব্দেই সজাগ হইয়া, বারংবার খোকাটীর মুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সে মুখে তিনি কি ঐশ্বর্য্য, কি সৌন্দর্য্য, কি মধুরিমা দেখিতেছেন, তাহা কে বুঝিবে! মাতৃহৃদয়ের ভাব স্বসংবেদ্য। যিনি নিজ জীবনের মাতৃসোপানে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিবেন। কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার শক্তি তাঁহার নাই। ছিন্নমস্তা যেমন স্বহস্তে নিজ মুণ্ড ছেদন করিয়া, স্বকণ্ঠনিঃসৃত রুধির-ধারা নিজমুণ্ডকেই পান করান, তেমনি জননী আত্মার সারসর্ব্বস্ব নির্গালিত করিয়া, সেই স্নেহসারে সন্তানকে পোষণ করেন। বড় হইয়া যে ছেলে সেই মাকে ভুলিয়া যায়, অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে মূঢ় নিজভবনেই বিদ্যমানা, সর্ব্বতাপহারিণী, সদ্যঃপাতকসংহর্ত্রী, সুখদা, মোক্ষদা ভাগীরথীকে ছাড়িয়া তৃষ্ণাশান্তির আশায় মরীচিকায় ধাবিত হয়।

ওঁ

স্নেহদয়াপরিপূর্ত্তিঃ
সেশ্বরমূর্ত্তির্জয়ত্যহো জননী।
যস্যাঃ স্তন মধুসারঃ
প্রাণাধারো হ্যপত্যানাম্॥
অগুণং রূপবিহীনং
কথয়ন্তি লোকাঃ কথং জগন্নাথম্।
পরমেশ্বর ইহ মূর্ত্তে
জননীরূপে গৃহে জ্বলতি॥

—স্নেহ ও দয়ার পরিপূর্ণতা যথায়,
জননী ঈশ্বরমূর্ত্তি তিনিই ধরায়;
জয় জয় জননি! যাঁহার স্তন-সার—
সন্তানের একমাত্র প্রাণের আধার।
অরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম কেন লোকে কয়?
এ কথার অর্থ মোর বুঝে না হৃদয়,
আপনারি গৃহে হের!—জননীরূপিণী
জ্বলিছে ঈশ্বরমূর্ত্তি দিবস-যামিনী।

অকস্মাৎ সেই সূতিকাগৃহের আগড়ে খস্খস্ শব্দ হইতে লাগিল, এবং আগড় মুহুর্মুহু দুলিতে লাগিল। প্রসূতি ভাবিলেন,—তাঁহার শাশুড়ী বা ননদ, কেহ বাহিরে আসিয়াছেন, তাই একবার তাঁহাদের খপর লইতে আসিয়াছেন। যদি শ্বশুর হন, এই আশঙ্কায় বধূ কথা কহিলেন না। দ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন মুহূর্ত্তমধ্যেই হুড়পাড় শব্দে আগড়খান খসিয়া পড়িল। এ কি?—সর্ব্বনাশ! দ্বারদেশে সুন্দরবনের ব্যাঘ্ররাজ Royal tiger জ্বলন্ত অলাতচক্রের ন্যায়

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, আস্ত-মণ্ডা-গিলনোদ্যত ক্ষুধার্ত বামনের ন্যায় আকণ্ঠ হাঁ করিয়া, দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, সৃক্কণী লেহন (১) ও ঘনঘন লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতেছে। সে দরজার ভিতরে দুই পা ও বাহিরে দুই পা দিয়া ক্ষণকাল সম্মুখস্থ শীকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া যেমন ঝম্প দিবে, অমনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রেরিতার ন্যায় সেই শিশুজননী দুর্ব্বলা বালা অগ্নিময় প্রকাণ্ড সুঁদরীর কুঁদা দুই হস্তে সাপুটিয়া ধরিয়া, তাহা ব্যাঘ্রের ব্যায়ত মুখবিবরে প্রাণপণ-শক্তিতে ঠেলিয়া দিলেন, এবং সেই কুঁদার গোড়াটা বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া রহিলেন। তখন আর তাঁর সে প্রেম-করুণা-স্নেহের নির্ঝর শিরীষ-সুকুমার প্রসূতি-মূর্ত্তি নাই। তাহা এখন, ভৈরবী দিগম্বরী দানবদলনীর রূপে পরিণত! তাঁহার আকর্ণব্যাস্বত লোচনযুগল হইতে কালাগ্নি ছুটিতেছিল। ব্যাঘ্র লোমহর্ষণ নাদে যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে যায়, ততই সেই আগুনের কুঁদা তাহার কণ্ঠনালী দগ্ধ ও বিদীর্ণ করিয়া তাহার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কিয়ংক্ষণ এই-রূপ নারী ব্যাঘ্রে ধ্বস্তাধ্বস্তির পর, ব্যাঘ্ররাজ ঘোরতর বিকটনাদ মোচন-পূর্ব্বক অদৃশ্য হইল। প্রসূতিও তৎক্ষণাৎ দ্বারোপান্তে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। কিয়ৎকাল তথায় সকলি নিস্তব্ধ। কারণ, সেই গৃহের ও পল্লীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই ভীষণ ব্যাঘ্র-নাদে জাগরিত। ও মূর্চ্ছিত। ক্রমে রাত্রিও প্রভাত হইল।

অনন্তর তত্রত্য কোনও ধনীর দ্বারপালেরা বন্দুক ও বহুলোকে নানা অস্ত্র-শস্ত্র, লইয়া হৈ-হৈ রবে আস্ফালন করিতে করিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। এ দেশের একটী চিরন্তনপ্রথা এই যে,—ঘোর বিপদের সময় "কা কস্য পরিদেবনা" কাহারও দেখা পাইবে না। ডাকাতির সময় যদি সমস্ত পল্লী এককাট্টা ও মরিয়া হইয়া গৃহস্থের সাহায্য করে, তবে বোধ হয় এ দেশে এরূপ ঘন ঘন ডাকাতির কথা শুনা যাইত না। প্রভাত ও বহুলোকের সমাগম দেখিয়া, সে বাটীর পরিবারেরা শয়নঘরের দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। সকলে তখন সেই সূতিকাগৃহে গিয়া দেখিল,—সূতিকাগৃহের দ্বারে সেই আগুনের কুঁদা পতিত। প্রসূতি ও ধাত্রী কাহারও চেতনা নাই। কেবল নবপ্রসূত শিশুটী—প্রসূতির সেই জীবনসর্ব্বস্বটী হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। শিশু ও নির্ব্বিকার মহাযোগী একই পদার্থ। মহাপ্রলয়েও সে আত্মারামের দৃক্‌পাত নাই। সে আত্মারাম—আত্মক্রীড়, স্বানন্দভাবেই তাহার পরিতুষ্টি। বোধ হয়, এই জন্যই, যখন যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মহাপ্রাণা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী পতিকে জিজ্ঞাসা করেন,—হে ভগবন্! এ নির্ব্বি-কার যোগ আপনি কোথায় শিখিলেন? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—"আমি

(১) "সৃক্কণী"—ওষ্ঠপ্রান্ত।

ইহা শিশুর নিকট শিখিয়াছি।” বোধ হয় এই জন্যই যোগী সন্ন্যাসীরা শিশুসন্তান দেখিলে, গদগদভাবে তাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

ক্রমে প্রসূতি ও ধাত্রী চেতনালাভ করিলেন। অনন্তর বাজারের বেপারীরা—যাহারা দূর হইতে পণ্য লইয়া সেই গ্রামে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল—তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল,—মাঠের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র, প্রচুর রক্তবমন করত হাঁ করিয়া মরিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখের ভিতরটা পুড়িয়া খাক্ হইয়াছে। শুনিয়াছি, তত্রত্য কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সেই ব্যাঘ্রের চর্ম্ম উন্মোচন করিয়া, তাহা যথাবিধি পরিষ্কৃত করিয়া, তাহাতে সেই বীরাঙ্গনার কীর্ত্তিগাথা সংযুক্ত করিয়া নিজগৃহে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীতা—

ব্রহ্ম।

(১)

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।”—

সামবেদীয়া কেনোপনিষৎ। ২।৫,

যাঁহাকে জানিলে জন্ম সফল হয়,—সত্য হয়,—আর যাঁহাকে না জানিলে এই জীবদেহ ধারণপূর্ব্বক অশেষ দুঃখ, রোগ, ক্লেশভোগ করা বৃথা হয়, তাঁহাকে জানাই তো সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

তলবকার উপনিষৎ উপরি-উক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলিতেছেন,—সর্ব্বভূতে সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিলে, ধীরগণ মৃত্যুর পর অমৃত লাভ করেন।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।” ২।৫

এই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে যে কেবল মানবজীবন সার্থক হয়, তাহা নহে;—ইহাঁকে জানিলে দেবগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়।

ঐ উপনিষৎ চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন,—

“তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।” (৪।৩ ;—

ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে প্রধান হইলেন।

এই জ্ঞানের দ্বারা প্রধান হইবার কারণ এই যে, ব্রহ্মের প্রকাশ বিদ্যুতের বিজলীর ন্যায় ও চক্ষুর নিমেষের সদৃশ। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে, তাঁহাকে চেনা ও ধরা বিশেষ ধী ও বলের কার্য্য।

“তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ।”—(ঐ ।৪।৪)

এই ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যুতের ন্যায় প্রাণ মন আত্মাকে আলোকিত করে। কিন্তু উহা সুলভ ও দুর্লভ উভয়ই।

ব্রহ্মজ্ঞান সুলভ ও দুর্লভ। ইহার কারণ অধ্যয়ন, মেধা, বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ইহাঁকে লাভ করা যায় না,—বলহীন ব্যক্তি ইহাঁকে লাভ করিতে পারে না,—সংসারে-আসক্তি-জনিত মলিন ও দুর্ব্বলবুদ্ধি বা খামখেয়ালী কোনও সাধন দ্বারা ইহাঁকে লাভ করা যায় না। সেই জন্যই ব্রহ্মকে লাভ করা,—ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া সুকঠিন।

কিন্তু এই পর্ব্বতসদৃশ দুর্লঙ্ঘ বিষয় নিতান্ত পঙ্গুরও লভ্য হয়, যদি ব্রহ্মকৃপা লাভ করা যায়,—অথবা যদি শাস্ত্র ও মহাত্মগণের প্রদর্শিত ও সাধিত পথ অবলম্বন করা যায়। অন্যথা নহে।

অথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৩।২।৩।
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্
তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৩।২।৪।"

এই আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য নহেন। মেধা বা বহু-শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহেন। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, বা যিনি এই আত্মাকে আপনার বলিয়া বরণ করেন, তিনিই ইহাঁকে লাভ করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

নারীজাতির উচ্চশিক্ষা।

মানবহৃদয়ে যে সকল গুণ বা সদ্বৃত্তি আছে, তাহাদের উৎকর্ষ ও বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"মন রে! কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব-জমিন, রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোণা।"

মানবহৃদয়ে যত গুণ বা সদ্বৃত্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে, শিক্ষা দ্বারা, অনুশীলন দ্বারা তাহার উন্নতি করা যায়। মানবজীবনকে তুচ্ছ করিতে হইবে না, "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" যিনি, তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজিত, সেই সকল জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতির আধার প্রভু পরমেশ্বর প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি উৎসারিত করিতেছেন। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম প্রভৃতি যাবতীয় স্বরূপের কার্য্য লইয়া মানবজীবন রচিত হইয়াছে। এই সকল গুণের বীজ মানবহৃদয়ে রহিয়াছে, শিক্ষাদ্বারা ও অনুশীলন দ্বারা সেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে,

ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হইবে। মানবজীবনের সীমা যে কোথায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

মানবের হৃদয়নিহিত গুণরাজির বিকাশ ও উন্নতি যদি প্রকৃত লক্ষ্যই হইল, তবে এই শিক্ষা সর্ব্বজনীন হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশে ঈশ্বর মানবকে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে, এখানে আসিয়া নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া জ্ঞান লাভ করিবে, বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলিবে, অনন্তমুখীন গুণগুলি ক্রমে বিকশিত হইয়া অনন্তের মুখেই ধাবিত হইবে। তাহাই যদি মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হইল, এবং শিক্ষা যদি সেই উদ্দেশ্যসাধনের একটী প্রধান সহায় হইল, তবে এই শিক্ষা যেমন উচ্চ বর্ণের লোকের আবশ্যক, তেমনি ইহা নিম্ন বর্ণের লোকেরও প্রয়োজন; ইহা যেমন পুরুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তেমনি ইহা আবার নারীর জন্যও অত্যন্ত আবশ্যক।

মানবের জীবনের দুইটী দিক্ আছে, একটী আপনার উন্নতি, আপনার বৃত্তিসমূহের বিকাশ; অপরটী অপরের হিতচেষ্টা, অপরের সুখ-সুবিধা-উন্নতির জন্য আপনার শক্তিনিয়োগ। এই দুই দিক্ যে সুবিধার জন্যই পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা হইল; কারণ, এক দিকে আপনার বৃত্তিসমূহের বিকাশ হইতে পারে না, যদি মানুষ অপরের উন্নতিসাধনে চেষ্টা না করে; অপর দিকে যাহার নিজের বৃত্তির বিকাশ হয় নাই, সে অপরের উপকার কিরূপে সাধন করিবে? সুতরাং মূলতঃ স্বার্থ ও পরার্থ, আপনার উন্নতিকার্য্য ও অপরের হিতচেষ্টা একই কার্য্যের দুইটা দিক্ মাত্র। নারীজাতির শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? পুরুষের শিক্ষারও যে উদ্দেশ্য, রমণীগণের শিক্ষারও সেই লক্ষ্য।

নারীজাতির জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এদেশে বড়ই ভ্রান্ত ধারণা আছে। নারীজাতির অধিকার কোনও দেশেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু এদেশে বর্ত্তমান সময়ে অনেকের মনে ধারণা এই যে, স্বামী ও পরিবারস্থ অন্যান্য লোকের সুখ বর্দ্ধন করাই নারীজাতির জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। গৃহকর্ম্ম পরিপাটিরূপে করা, পরিবারের সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করা, ইহাতেই নারীজীবনের পরিণতি, এই জন্যই যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা লাভ করিলেই নারীজাতির পক্ষে যথেষ্ট হইল। অনেকে এরূপও বলিয়া থাকেন, রমণীগণ ত আর ইজার চাপকান পরিয়া আফিসে যাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে না, তবে তাহাদের বেশী লেখাপড়া শিক্ষার আবশ্যকতা কি? তাই তাঁহারা নারীগণের শিক্ষা বোধোদয়পাঠেই সমাপ্ত করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক চারি বৎসরে নারীগণের লেখাপড়া শিক্ষার এক প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। চারি বৎসরে যে লেখাপড়া শিক্ষার শেষ, তাহাতে যতটুকু শিক্ষা করা যায়, তাহা সহজেই সকলে বুঝিতে

পারিবেন। পরিবারের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা নারী কেন, পুরুষের জীবনেরও অন্যতম লক্ষ্য; কিন্তু ইহাই নারী কিম্বা পুরুষের জীবনের আদর্শ নহে। আপনার জীবনের বৃত্তিগুলির পূর্ণাঙ্গরূপে উন্নতি করা এবং পরিবার, দেশ ও মানবজাতির কল্যাণসাধনে চেষ্টা করা, ইহা যেমন পুরুষের জীবনের আদর্শ, নারীজীবনেরও তেমনি আদর্শ। গৃহকার্য্য সম্পন্ন করা,পরিবারের রন্ধন ও পরিবেশন করা নারীজীবনের একটা কার্য্য হইতে পারে; আবার সংসারের অন্যান্য কার্য্য করা তেমনি পুরুষজীবনের কার্য্য। কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে নারীর উহাই সম্পূর্ণ কার্য্য নহে। যদি তিনি মনে করেন, রান্না করা ও গৃহকার্য্য করাই, স্বামী ও অপরাপরের মন যোগাইয়া চলাই নারীজীবনের একমাত্র কার্য্য, তবে তিনি নারীজীবনকে বড়ই হীনচক্ষে দেখেন।

নারীর শিক্ষা ও চরিত্রের দোষ-গুণের উপর সন্তানগণের ভবিষ্যৎ অবনতি-উন্নতি নির্ভর করে; নারী মনুষ্যত্ববিকাশের সহায়তাও করিতে পারেন, তাহার অন্তরায়ও হইতে পারেন। নারীজাতির আত্মোন্নতির জন্যই উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিক্ষাদ্বারা মানবের বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয়। আমাদের দেশে নারীজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহার জন্যই অনেকে নারীর উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা দেখিতে পান না; শিক্ষাসম্বন্ধেও অনেকের ধারণা অতীব নিম্ন স্তরে অবস্থিত। অনেকে অর্থ-উপার্জ্জনই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন। নারীজাতির অর্থ-উপার্জ্জনের প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না; কাজেই তাহাদের আবার উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা কি? নারীজাতিরও যে অবস্থানুসারে অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইতে পারে, সে প্রশ্ন এখানে তুলিব না। তবে এ কথা ঠিক যে, অর্থ-উপার্জ্জনে সক্ষম হওয়া শিক্ষার এক সামান্য উদ্দেশ্য। অন্তরের বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হওয়া, জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া তাহার তত্ত্ব অবগত হওয়া, জড়জগৎ ও অধ্যাত্ম জগতের গূঢ় প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে সমর্থ হওয়া এবং জ্ঞান লাভ করিয়া আপনার চরিত্র উন্নত করা, দেহ-মন-আত্মাকে ঈশ্বরমুখীন করা ও জীবসেবায় নিয়োজিত করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, বেদ, বাইবেল, সাধু লোকের জীবনচরিত্র পাঠ প্রভৃতির একান্ত আবশ্যকতা। হৃদয়ের বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ ও জগতের রহস্য অবগত হওয়া যদি পুরুষের আবশ্যক হয়, তবে নারীজাতি সে অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে কেন? আর দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইতিহাসপাঠে যদি সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা হয়, যদি মনুষ্যত্ব-বিকাশের সুবিধা হয়, তবে নারীজাতি তাহা পাঠ করিবেন

না কেন? রন্ধন ও সন্তানপালনই নারী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। আবশ্যক হইলে দূরস্থিত পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন, বাজারে যাইয়া আবশ্যক জিনিষ পত্র ক্রয় ও বহন করা পুরুষের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহা পুরুষজীবনের লক্ষ্য নহে। সেইরূপ গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে করা নারীর প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ। সেই মনুষ্যত্ববিকাশে উচ্চ শিক্ষা লাভ, দর্শন বিজ্ঞান পাঠ, শাস্ত্র আলোচনা প্রভৃতি প্রধান সহায়। সুতরাং পুরুষের যেমন উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতা আছে, নারীজীবনেও তাহার প্রয়োজন আছে। যিনি ৪ বৎসরে নারীজাতির শিক্ষা-প্রণালী শেষ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি নারীজীবনের লক্ষ্য ভাল করিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, উচ্চ শিক্ষা লাভ করা, উচ্চ চিন্তা করা, নারীজাতির পক্ষে সম্ভব নহে। নারীজাতির মানসিক বৃত্তির বিকাশ সম্বন্ধে এরূপ ক্ষীণ ধারণা অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। কোনও দেশে কোনও কালে নারীজাতিকে পুরুষের সমান শিক্ষাদানের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় নাই, তথাপি নারীগণ সুবিধা পাইলেই আপনাদের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন। যে দেশে খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিদুষীগণ, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীগণের জন্ম হইয়াছিল, সে দেশে নারীজাতি উচ্চশিক্ষালাভে সমর্থা নহেন, এ কথা যদি কেহ বলেন, তবে তাহা একান্তই অসঙ্গত মনে হয়। বর্ত্তমান সময়েও এদেশে কিম্বা বিদেশে নারীগণ যখনই সুবিধা পাইয়া থাকেন, তখনই উচ্চ জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন। গণিত ও বিজ্ঞানেও তাঁহাদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী এই দুই স্ত্রী ছিলেন। মহর্ষি যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তখন উভয় স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার এই সম্পত্তি রহিল, ইহা লইয়া তোমরা সুখে সংসারে থাক, আমি অরণ্যে গমন করিব। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ধন সম্পদ্ লইয়া আমাদের কি হইবে? মহর্ষি উত্তর করিলেন, সংসারের দশজনে যেরূপ সুখে থাকে, তোমরাও সেইরূপ সুখে দিনাতিপাত করিতে পারিবে। মৈত্রেয়ী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার দ্বারা কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারা যাইবে? মহর্ষি বলিলেন, ইহার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। তখন সেই আদর্শ-ললনা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

অসতোমা সদ্গময়

তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

যাহাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ না হয়, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

মৈত্রেয়ী প্রাণের আবেগে যে প্রার্থনা করিলেন, তাহা জগতে অতুলনীয়; এরূপ দ্বিতীয় প্রার্থনা কাহারও মুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই। কিরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়? আর মানসিক কিরূপ প্রতিভা থাকিলেই বা এরূপ হইতে পারে? গার্গী জনকরাজার সভায় তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। লীলাবতীর গণিত আজও দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে বর্ত্তমান সময়ে কত মহিলা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছেন, মানবের উন্নতিরও সহায়তা করিতেছেন। এ দেশেও যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদের বৃত্তির স্ফুরণ হইয়াছে এবং তাঁহারা সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইতেছেন।

নারীজাতির উন্নতির জন্য, তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য, অপর দিকে দেশের হিতসাধনের জন্য রমণীগণের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। তাহাদের উচ্চ-শিক্ষার দ্বার রোধ করিলে একদিকে তাহাদের অনিষ্ট করা হয়, অপর দিকে দেশের মঙ্গল সাধনে বাধা দেওয়া হয়। নারীজাতির উচ্চশিক্ষার এদেশে অনেক বাধা আছে। সেই সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া উচ্চ শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।

কলেরা বা বিসূচিকা রোগ।

শিশুর ওলাউঠা।

এই রোগ গ্রীষ্মকালের শেষ সময়ে, অত্যন্ত গরমের সময়ে হয় এবং দেশব্যাপী ও মারাত্মক হইয়া থাকে। শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কারণ—শরীরগত কারণে হয়। উত্তেজক কারণে (exciting cause) হয়। Improper food অর্থাৎ বাসি দুধ প্রভৃতি খাওয়াইলে হয়। অতি-মাত্রায় আহার করিলে হইতে পারে। দূষিত স্থানে থাকিলে হয়। দাঁত উঠিবার সময় হয়। দাঁত উঠিবার সময় বিক্ষেপ (convulsion) এবং উদরাময় (diarrhœa) হয়। এ রোগ জুন মাসে হয়, গরমের সময়ে হয়; কখনও কখনও সেপ্টেম্বর মাসেও হয়।

লক্ষণ—প্রথমে পাকাশয়ের উত্তেজনা হয়। শিশু আহার্য্য বস্তু যাহা খায়, তাহা বমি হয়; বমিতে পিত্ত থাকে, সবুজ রং হয়, শেষে জল কিম্বা মিউকস্ বমি হয়। শিশুদের ভেদ ও বমি এককালে হয়।

ভাবী ফল—(১) রোগের আক্রমণ গুরুতর কি না? (২) রোগ কোন্ সময় হইয়াছে? দ্বিতীয় আক্রমণ কি না? (৩) রোগীর স্বাস্থ্য কি প্রকার? এই সমস্তের উপর ভাবী ফল নির্ভর করে। তবে ঔষধ-নিরূপণ করার দোষ গুণ না হইলে ভাল হইয়া যায়।

চিকিৎসা—

Æthusa 6—দুধ খাইলে বমি হইয়া যায়। ভেদ ও বমি একেবারে হয়।

Antim crud. 6—জিহ্বা সাদা থাকে, বমনেচ্ছা ও বমি থাকে। Pulsatilla র মত পিপাসা থাকে না।

Arsenic 30—অর্দ্ধরাত্রির পর লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। সর্ব্বদা ঘন ঘন অল্প অল্প জল খাইতে চায়। হাত পা ঠাণ্ডা হয়। অস্থিরতা হয়। কিছু খাইবামাত্র বমি হয়।

Belladonna 6, 30—ঘুম হইতে চমকিয়া উঠে। প্রলাপ হয়। নিদ্রা হয় না, ঝিমুনো অবস্থা হয়।

Benzoic acid 6—মল জলীয় বা সাদা হয়; দুর্গন্ধযুক্ত।

Bryonia 6, 12—গ্রীষ্মকালে হয়। অধিক জল খায়।

Calcarea carb 6—দাঁত উঠিবার সময় হয়। গণ্ডমালা ধাতু থাকে। নিদ্রার সময়ে মাথায় ঘর্ম্ম হয়। মল সাদা হয়। মলে অজীর্ণ পদার্থ থাকে।

Camphor 6—শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। গায়ে কাপড় রাখে না।

Carbo veg 6—অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হয়; মলে দুর্গন্ধ থাকে; অত্যন্ত বায়ুনিঃসরণ হয়। রোগী সর্ব্বদা হাওয়া চায়।

China 30—অজীর্ণ মল হয়। খাইলেই উদরাময় হয়। ফল খাইয়াই হয়। প্রতিবার মলত্যাগের পর দুর্ব্বল বোধ করে। তলপেট ফাঁপিয়া থাকে।

Croton Tig 6—হঠাৎ মল অধিক হয়। স্রোতের মত মলত্যাগ করে।

Dulcamara 6—ঋতুর পরিবর্ত্তনে হয়।

Gratiola 6—ভেদ বমি অধিক হয় পীতবর্ণ বমি হয় তলপেট ফাঁপিয়া উঠে।

Gambogia 6—ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা হয়। মলে রক্ত থাকে।

Elaterium 6—সবুজবর্ণ মলত্যাগ হয়। সর্ব্বদা বমনেচ্ছা ও বমি হয়।

Ipecac 6—মল ফেনাযুক্ত, বমনেচ্ছা ও বমি থাকে।

Laurocerasus 6—নাড়ী অসমান, কখন কখন পাওয়া যায় না। জল খাইবার সময় গলায় খলখল শব্দ (gurgling) হয়।

Leptendra 6—মল আলকাতরার মত কাল হয়।

Mercurius sol 6—মলে রক্ত বা শ্লেষ্মা থাকে। অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়।

Nux vom 6, 12—আহারের দোষে হয়।

Phosphorus 6—মলে চর্ব্বির মত পদার্থ থাকে।

Phosphoric acid 6—অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

Podophyllum 6—মলের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্র বাহির হইয়া আসে। প্রাতঃকালে উদরাময় হয়।

Secale 6, 30—অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। গায়ে কাপড় দিতে চায় না।

Sulphur 30—যদি রোগ বারে বারে হয়; সহজে সারিতে চায় না।

Veratrum alb 6, 12—কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়। নাড়ী পাওয়া যায় না। অল্প জল খাইলেই বমি হয়।

কতিপয় ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও নির্ব্বাচনের প্রভেদ।

১। Cuprum 6—শীতল জলপানে বমন নিবারণ হয়। আঙ্গুলে খাল ধরিলে তাহা তেলোয় গুটিয়া আইসে। হিক্কার প্রধান ঔষধ। অনেক সময় Cuprum ars 30 ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

২। Arsenic 6, 30—শীতল জল পেটে থাকে না, বমি হইয়া যায়। বার বার অল্প অল্প জল খায়। শরীরের অভ্যন্তরে গরমবোধ, কিন্তু গা বরফের ন্যায় শীতল ও আঠা আঠা ঘর্ম্ম হয়। রাত্রিকালে বিশেষতঃ মধ্যরাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ উপযোগী।

৩। Secale 3, 6—আঙ্গুলে খাল ধরিলে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। এই ঔষধে উপকার না হইলে Argotin 3 দিবে।

৪। Bryonia 6, 12—অধিক পরিমাণে জলপান করে।

৫। Ipecac 6, 12 সর্ব্বদা গা বমি বমি করা ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। মল সবুজ ও ফেনাযুক্ত।

৬। Veratrum alb 6 মলে কুমড়া-পচার ন্যায় সাদা সাদা ছেক্‌ড়া দেখা যায়। মল জলবৎ, কিন্তু ধরিয়া রাখিলে ঈষৎ সবুজবর্ণ দেখায়। কপালে শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকে। জলপানে বা সামান্য নড়াচড়ায় সজোরে বমন হয়। বমন ও দাস্তে অবসন্ন বোধ হয় এবং পেট খাম্‌চিয়া ধরে।

৭। Ricinus 6 দাস্তের সময়ে পেট-বেদনা থাকে না।

৮। Iris Vir 3x পিত্তযুক্ত বমন ও দাস্ত হইলে ব্যবহার করিবে।

৫। Antim Tart 12 রোগীর অবসন্নতা ও শরীর হিম হওয়া বৃদ্ধি অনুসারে ব্যবহার করিবে।

৬। Aconite 1x পীড়ার প্রথম অবস্থায় দেওয়া উচিত। মলে অধিক বা অল্প পরিমাণে পিত্ত থাকে। ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া কিম্বা ভয় জন্য রোগ হইলে ইহা উপযোগী।

হিমাঙ্গ অবস্থার ঔষধ—Aconite 1x; Veratrum alb 6; Cuprum 12; Arsenic 30; Carbo Veg 12; Hydrocianic acid 6; Lachesis 3; Cobra 3.

হিক্কার ঔষধ—Veratrum, Carbo veg, Cuprum, Arsenic, Tabacum, Hydrocianic acid.

জ্বরের ঔষধ—Veratrum 6, Rhus Tox 6, Bryonia 6, 12; Baptesia mother.

মূত্রযন্ত্রের পীড়ায়—Terebinthina 6 Cantharis 6.

পাকস্থলীর উপদাহ হইলে—Cuprum 30, Nux vom 200; Arsenic 200.

ডাক্তার সত্যপ্রিয় দত্ত।

ওঁ তৎসৎ।

ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপ।

এই কার্য্যকারণময় জগতের কি বিচিত্র রচনাকৌশল! অসংখ্য জ্যোতিক-মণ্ডিত গগনমণ্ডল, উত্তাল-তরঙ্গময় মহা-সাগর, অভ্রভেদী তুষারধবল গিরিশ্রেণী, বিহগকূজিত বিজন কানন,—মরি, মরি, কি সুন্দর মনোমোহন দৃশ্য! দেখ, দেখ—এ দিকে দেখ! শুধু বহির্জগতের দৃশ্যে আত্মহারা হইও না, একবার অন্তর্জগতের বিষয় ভাবিয়া দেখ; বহির্দৃশ্য দেখিয়া যে মন আনন্দে একেবারে আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, একবার সে মনের তত্ত্ব লও, তাহার আশ্চর্য্য কার্য্যকর শক্তির পরিসর কতদূর চিন্তা কর, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইবে, বুঝিতে পারিবে,—রচনা তাঁহার উচ্চতর আদর্শে উপনীত হইয়াছে কি না। কিন্তু ইহার সুদক্ষ রচয়িতা কে? যিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড স্ব-ইচ্ছায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিয়া ইহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে-ছেন। পশুপক্ষীর কথা আমাদের বোধ-গম্য নহে, কিন্তু আমরা মানবজাতি, সাধারণতঃ একবাক্যে এই রচয়িতার ভগবান্ আখ্যা দিয়া, পরস্পরকে ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, স্ব স্ব অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় একতা উপভোগ করিতেছি। তাহা না হইলে কেন আমরা মনুষ্যেতর প্রাণীদিগের প্রতি তত দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনে অক্ষম, যতটা আমরা স্বজাতি—মনুষ্যজাতির প্রতি দেখাইতে পারি?

জানি না, প্রতি গ্রহ-উপগ্রহে এই পৃথিবীর মত মানবের অর্থাৎ বিবেক-জ্ঞানসম্পন্ন কোনও প্রাণীর বসবাস আছে কি না এবং তাঁহারা সৃষ্টিকৌশলে মুগ্ধ হইয়া একজন বিশ্বরচয়িতা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন কি না। কিন্তু

এই পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী মানবগণ নিজ নিজ ভাষায় এই সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের প্রতি সংজ্ঞা এক একটী স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং সময়মত সেই ভগবানের আলোচনা ও বিভিন্ন প্রকারে স্তবস্তুতি করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন। এইরূপ আলোচনার নাম ধর্ম্মালোচনা এবং এই স্তবস্তুতিই ধর্ম্মকার্য্য।

ধর্ম্ম ও তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী অতি প্রাচীনকালে আদিম আর্য্য ঋষিগণ জগতে অতুলনীয় বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের বংশধরগণকে যে অমূল্য সম্পত্তির ও নির্ম্মল গৌরবের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে কাহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত না হয়? স্বীকার করি, হিন্দুজাতির অধঃপতনের সহিত সনাতন আর্য্যধর্ম্মের অধঃপতন হইয়াছে,—মানিয়া লইলাম, হিন্দুগণ ঋষিকথিত মার্গ হইতে বহুদূর বিপথে চালিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ভোজনে, সজ্ঞানে, অজ্ঞানে যে ধর্ম্মপ্রবণতা ও ভগবানে আত্মসম্প্রদান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি আর্য্য ঋষিগণের আবিষ্কৃত সনাতন মহাসত্যের বহু বিস্তৃত প্রভাব নহে? এই প্রভাব হিন্দুগণের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া বহুদিন হইতে তাঁহাদিগকে শান্তিপ্রিয় করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশীয়গণের সংঘর্ষে এই শান্তিপ্রিয়তা গুণের কিঞ্চিৎ অবান্তর হইতেছে, এবং জানিনা, সুদূর ভবিষ্যতে ইহার কিরূপ রূপান্তর হইবে। কিন্তু এখনও যদি একটী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুকে ভগবান্ জিনিষটা কি এবং লোকে তাঁহার স্তবস্তুতি করে কেন জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন,—"ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

এবং তাঁহাকে উপাসনা করিবার উদ্দেশ্য শান্তিলাভ।"

ধন্য আর্য্য মনীষিগণ! ধন্য তোমরা এবং ধন্য তোমাদিগের সর্ব্বতোমুখী গভীর চিন্তা! "ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী" এই কয়েকটী কথায় তোমরা যে কি অপূর্ব্ব অভাবনীয় ভাবের সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছ, অজ্ঞান আমরা তাহার এক একটী ভাবেরও সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না;—নির্জ্জনে কঠোর পরিশ্রমে কত গভীর চিন্তা, তবুও অনন্ত বিশ্বব্যাপী তাঁহার কত কারিগরী বাদ রহিয়া গেল, একেবারে ধারণা হইল না, অবশেষে অবসন্ন হইয়া অবনতমস্তকে নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করি;—কি ক্ষমতাবলে তোমরা এই মহান্ বিষয় সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বলিয়া তাঁহার বিশ্লেষণ করিয়াছ। বাস্তবিক "ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্য-

খালী", ইহা ভিন্ন মানব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহার স্বরূপ আর কি করিয়া জানিবে? প্রথমতঃ যদিও আমরা ঐ ছয়টী ভাবের একত্র সমাবেশ করিয়া ভগবানের একটী বিরাট্ স্বরূপ ধারণা করিতে পারি না; কিন্তু জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও ধরাণার ক্রমোন্নতি সহকারে আমরা সেই অনন্ত জ্ঞানময় বিরাট্ পুরুষকে ক্রমে ভাল করিয়া জানিতে পারিয়া যে অতুল সুখবোধ করি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সত্য বটে, অতি অল্প দিনের সাধনায় আমরা ঋষিগণের যুগান্তব্যাপী কঠোর সাধনার গভীর তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারি না; দারা-পুত্র ত্যাগ করিয়া, এই স্থূল দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া হিমাচলের নির্জ্জন গহ্বরে তাঁহারা স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্মে উপনীত হইয়া যে গভীর আত্মবিজ্ঞানের সুন্দর রহস্যসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই পবিত্র জ্ঞানসমূহ মায়া-মোহে আত্মজ্ঞানশূন্য আমরা—নীচমনা আমরা—কি সহজে উপলব্ধি করিতে পারি? তাই বলি ধন্য ঋষিগণ! ধন্য তোমরা! এবং ধন্য তোমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত রহস্যোদ্ভেদ—যাহা তোমরা যশ ও অর্থের লালসা না করিয়া জনসমাজে প্রথমে প্রচার করিয়াছ; এবং আমরা—বর্ত্তমান সময়ের আমরা বিপথে চালিত হইয়াও তোমাদের বংশধরগণ বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করি।

যেরূপ আমরা বেদ-উপনিষৎকারগণের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করি, সেইরূপ আমরা বর্ত্তমান সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াও ধন্য। কারণ, যদিও আমরা ঋষিগণের আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম জগতের চূড়ান্ত জ্ঞানরত্নের অধিকারী, তথাপি আমরা যে বর্ত্তমান কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের আবিষ্কৃত অভিনব সত্যসমূহ হইতেও জ্ঞানলাভ করিতেছি, তাহা নিশ্চয়। বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণ যদিও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ব্বতন ঋষিগণের সমকক্ষ হইতে পারেন না, তথাপি তাঁহারা "নেতি নেতি" করিয়া এই জড় জগতের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া তন্নিহিত চৈতন্যেই যে ভগবানের নিত্য স্বরূপ দেখিতেছেন ও সকলকে দেখাইতেছেন, তাহাতে কি তাঁহারা ঋষিকল্প হইতে পারেন না? জড় ও তন্নিহিত চৈতন্যেই বাস্তবিক আমরা পরব্রহ্ম ভগবান্ ও তাঁহার ব্রহ্মশক্তির যেরূপ সহজে উপলব্ধি করিতে পারি, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। যদিও প্রথমাবস্থায় এই জড়ের আলোচনায় আমরা আধ্যাত্মিকতার আবরণ ত্যাগ করিয়া একরূপ জড়বাদী হইয়া পড়ি; তথাপি সাধ্য কি যে আমরা জড়ের "নেতিনেতি" অনুসন্ধানে হৃদয়ের চির অভাব দূর করিয়া শান্তিলাভ করি। এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় লইতেই হইবে; নতুবা চির অশান্তি ভোগ করিতে হইবে—প্রাণের ভিতর কি

যেন বাদ রহিয়া গেল। কিন্তু এই জড়-নিহিত আধ্যাত্মিকতার সহিত ঋষি-কথিত আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। পুরাকালে ঋষিগণ আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় লইয়াই স্থূল জগতের মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আত্মার সহিত বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া সময়ে সময়ে তদ্ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; আর বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিতগণ স্থূল জড়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যদিও দেহাত্মক-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন এবং তদ্ধেতু সংসার মায়ায় সম্যক্ প্রকারে বিজড়িত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা স্বীয় প্রজ্ঞাবলে জড়নিহিত চৈতন্যশক্তির নানারূপে বিকাশ করিয়া যে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারী হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন না এবং ঐ জড়নিহিত শক্তির বিভিন্ন বিকাশেই যে ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহারা যে তদবস্থাপন্ন হন না, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অধিকন্তু এই জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আমরা ক্ষিতাপ্‌তেজাদি পঞ্চভূতের স্বাভাবিক ও কৃত্রিম নানা খেলা দেখিয়া ইচ্ছাময়, কারণকারণ ভগবানের বিরাট্ স্বরূপ সুন্দররূপে উপলব্ধি করি, যে অসীম সুখ উপভোগ করি, তাহা বর্ণনাতীত।

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, ভগবান্‌কে জানিতে হইলে ও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার বিচিত্র কার্য্যাবলীর সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা বা তল্লাভের চেষ্টা করা চাই। জড় ও চৈতন্য সম্বন্ধীয় অসীম তত্ত্ব, কারণ ও কার্য্যের মহাসম্বন্ধ মানব কত চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারিয়াই ত ভগবান্‌কে অনন্ত বলিয়াছে; আবার কোনও কোনও মহাত্মা আকুল হইয়া বলিয়াছেন;—

"অনন্ত হ'য়েছ ভালই করেছ,
থাক চিরদিন অনন্ত অপার।
অন্ত যদি হ'তে, দেখা যদি দিতে,
ফুরিয়া যাইত পিপাসা আমার॥"

সত্য কথা—ইহা অতি নিগূঢ় সত্য কথা। আজকাল আমরা মহাপুরুষগণের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বা Anniversary উপলক্ষে তাঁহাদের জীবনীর সমালোচনা করি; দুই কি চারি জন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিলেই তাঁহাদের জীবনের কার্য্যাবলী ফুরাইয়া গেল এবং আর একঘেয়ে বক্তৃতা শুনিতে ভাল লাগে না। মহাপুরুষের জীবনী ও তাঁহার কার্য্যাবলী যতই কেন জটিল হউক না, দুই একজন গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে পুস্তক লিখিলেই তাহার বিশেষত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। রামচন্দ্রের জীবনী রামায়ণে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনী শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীচৈতন্যের জীবনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকগণ যতই কেন ঐ মহাপুরুষের জীবনী লিখুন না, ইহাতে তাঁহাদের নিজেদের স্বকল্পিত কতকগুলি ভাবের প্রবেশ করাইয়া আসলকে অল্লাধিক খাস্তা করিয়া ফেলেন। এমন কি, মধ্যযুগের

পুরোহিতগণ আমাদের মহাপুরুষগণের সুন্দর জীবনীসম্বলিত ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহাদের স্বার্থসাধনার কতকগুলি ভাব অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া আমাদের যে অনর্থ সাধন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে ধিক্কার ও লজ্জা যুগপৎ আমাদের মনকে অভিভূত করে। যাহাই হউক, মহাপুরুষগণের জীবনের কার্য্যাবলী জ্ঞানিগণের ধারণার ও আলোচনার অতীত নহে; কিন্তু মহাপুরুষগণেরও মহাপুরুষ সেই বিশ্বস্রষ্টা,ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পরব্রহ্ম ভগবানের আলোচনা ও ধারণা করিতে যাইয়া মহাজ্ঞানিগণও বিভোর হইয়া পড়েন, বাক্যে সে ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিয়া গিয়াছেন, "ভগবানের কি জান যে তাঁহার কথা বলিয়া বেড়াও? তোমরা কেবল শূন্য কুম্ভ, জলে নিমজ্জিত হইয়াই ভক্ ভক্ শব্দ করিতেছ; যখন জলপূর্ণ হইয়া যাইবে তখন একেবারে চুপ।" বাস্তবিক ভগবানের বিরাট্ স্বরূপের ও বিচিত্র রচনার বিষয় একটু ভাবিলেই ত আত্মজ্ঞানশূন্য হইতে হয়; তখন তাঁহাকে কথায় ব্যক্ত করি কি করিয়া? তবে এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন এইরূপ বিভুপ্রেমে আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিও নিজের অবস্থায় ফিরিয়া আইসেন; তখন তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা আপন ভাষায় কতক কতক ব্যক্ত করেন। এবং এইজন্যই ঋষিগণ বলিতে সমর্থ হইয়াছেন—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।" এই জ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইলে যখন বিশ্বব্যাপী অনন্ত তত্ত্বের যথাসাধ্য আলোচনা আবশ্যক, এবং জ্ঞানসোপানে শনৈঃ শনৈঃ অধিরোহণ করা চাই, তখন মানব অজ্ঞান ও চির অন্ধ হইয়া কিরূপে সেই বিশ্বপিতার নিকট কৃপা ও ভালবাসার প্রার্থী হইবে?

নূতন সংবাদ।

এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, আগামী ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবারের সময় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ সস্ত্রীক দরবারে উপস্থিত হইয়া অভিষেক-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন।

১। ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল—মিঃ আলি ইমাম বড় লাটের মন্ত্রিসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়াতে তাঁহার স্থানে মিঃ বি, সি, মিত্র মহাশয়কে ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৩। বড় লাট লর্ড মিণ্টোর পুরস্কার দান—বড় লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুর বরিশালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে একটী সোণার ঘড়ি উপহার দিয়াছেন। প্রিয়লাল বাবু পূর্ব্বে মিলিটারী অফিসের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। বড় লাট বাহাদুর তাঁহার কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া এই পুরস্কার দান করিয়াছেন। ঘড়িতে লর্ড মিণ্টোর

নাম খোদাই করা আছে। ঘড়িটী বিলাতে প্রস্তত।

৪। লর্ড রিপণের প্রতিমূর্ত্তি—মান্দ্রাজের রিপণস্মৃতিসভা ৭৫০৲ টাকা ব্যয়ে লর্ড রিপণের এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তত করাইয়া আনিতেছেন। মিঃ ডারওয়েণ্ট উড নামক এক শিল্পী এই মূর্ত্তি প্রস্তত করিবার ভার লইয়াছেন।

৫। আগামী ১লা ডিসেম্বর এলাহাবাদ প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিবার জন্য যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট সার জন হিউয়েট এলাহাবাদে যাইবেন।

৬। দান—ছোট লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বনৈলী রাজ্যের কুমার কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ কলিকাতা আতুর-আশ্রমে চারি শত এগার টাকা চৌদ্দ আনা দান করিয়াছেন। এই টাকা তিনি সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। বঙ্গবালিকার পরার্থে আত্মত্যাগ—কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ ৮৫ নং বাটীর সরোজিনী নাম্নী একটী একাদশ বর্ষের বালিকা নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া একটী জলমগ্ন শিশুকে মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। একটী বালক সন্নিহিত জলাশয়ে স্নান করিতে নামিয়া, পা পিছলাইয়া গভীর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে দেখিয়াই সরোজিনী তৎক্ষণাৎ নিজে সাঁতার দিতে না জানিয়াও, অগাধ জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। সে প্রাণপণযত্নে সেই নিমগ্নপ্রায় শিশুর সন্নিহিত হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই শিশু ও আপনি, উভয়েই জলমগ্ন হইল। ভগবৎকৃপায় কয়েকটী লোক সে সময় সেই ঘটনা দেখিয়াই বেগে ঝম্প দিয়া অতি কষ্টে গভীর জল হইতে উভয়কেই উদ্ধার করিল, এবং অশেষ চেষ্টায় উভয়েরই সংজ্ঞা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। উভয়ের দেহে জীবনী শক্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু, "রাখেন হরি, মারে কে? মারেন হরি, রাখে কে?" সকলি সেই কৃপাময়ের কৃপা!—"ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্।"

বামারচনা।

বিশ্বমাঝে।

আজি ওই হিমগিরি স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল;
শিখরনিকরে মরি সৌর অংশুলেখা—
কাঞ্চনকিরণস্পর্শে করে ঝলমল,
স্বপনে চিত্রিত যেন আলেখ্যের রেখা,
স্তব্ধ শান্ত সজীবতা-পূর্ণ চরাচর,
সৌম্যকান্তি কমনীয়-শ্যাম তরুলতা;

অনন্ত বিশ্বের চারু চিত্র মনোহর।
আসিয়াছে কিবা শান্তি মহা নীরবতা ॥
মহান্ সৌন্দর্য্যমাঝে শান্তির বারতা,
প্রকৃতির লীলাস্থল, মরি কি নিভৃত!
বিস্ময়-ভকতি-প্রেম মিলিয়া পূর্ণতা—
হেরি তোমা হৃদি মন করেছে প্লাবিত ॥
.রি কি বিচিত্র বেশে সেজেছ হিমানী!
জগতের যত কিছু নেত্রতৃপ্তিকর,
লুকায়ে রেখেছ হেথা; হেরিছ আপনি
আপনারে; ধরি যুগ-যুগান্তর ॥
দিগন্তের কোলে মিশি গগন চুম্বিত—
ঘন তালীবনরেখা, শৈলমালা গায়;
সোণালী-সবুজ-নীল-পাটল-লোহিত—
মেঘপুঞ্জমালা ওই, ধীরে আসে যায় ॥
ঊর্দ্ধে ওই নীলনভ প্রশান্ত উদার।
নিম্নে তার শস্পাবৃত শ্যাম বনভূমি,
বহিছে যুগল ধারা যমুনা-গঙ্গার—
যায় সুখে কলগানে তব পদ চুমি ॥
যেন মহাধ্যানমগ্না প্রকৃতি রূপসী,
মৌন বুঝি তাই বিশ্ব শান্ত চরাচর।
কায় কর রাখিয়াছে অমৃতে পরশি
সাজায়ে রেখেছে যেন পূজা-উপহার ॥
(আজি) বকপক্ষনিভ শুভ্র অমল প্রভাতে
হে মহান্! হে সুন্দর! দাও হিয়া ভরি,
অসীম বিশ্বের এই নীরব সঙ্গীতে।
নমি দেব! তব পদে নমি হিমগিরি!

শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী দেবী।

আবেগ।

কে বলেরে তেতুরাণী নাই এ জগতে।
আমি জানি সে যে মোর আছে হৃদয়েতে ॥
যে বলে বলুক্ যাহা,
আমি-না শুনিব তাহা,
সে যে মোর প্রাণসম প্রাণের রতন।
হৃদয়ে রেখেছি তারে করিয়া যতন ॥
তার সেই মৃদু হাসি,
প্রাণ চেয়েও ভালবাসি,
তার সেই স্নেহ মুখ জাগিয়া রয়েছে।
কে বলে মোদের তেতু ত্যজিয়া গিয়াছে!!
পূর্ব্বকার কর্ম্মফলে,
এসেছিল ধরাতলে,
সেটুকু পূরায়ে আজি গেছে অন্তরালে।
কেমনে বলিব "তেতু" নাই ধরাতলে?
কভু তাহা বলিব না,
প্রাণ তাহা শুনিবে না,
'সেই' ভালবাসা মোর আজিও রয়েছে।
হৃদয়ের 'পোকু' 'তেতু' হৃদয়েই আছে ॥
দুটী ভাই-বোনে বেন
ফুটেছিল পদ্ম সম,
সে ফুল কি ভোলে কভু সংসারমায়ায়।
স্বরগের ফুল গেছে দেবতাপূজায় ॥
কে বলে সে ফুল দুটী,
গিয়াছে পরাণ লুটী,
কে বলে আজিকে তারা নাই, নাই, নাই,
আমি তো তাদের আজি হেরি সর্ব্বঠাঁই ॥
কেন এত অশ্রুজল,
কেন এত শোকানল,

কেন এত হাহাকার হেরি সর্ব্বময় ?
তারা তো সুখেতে আছে সেই ইন্দ্রালয় ॥
ছ মাস হইতে তারে,
ভালবেসে প্রাণভ'রে,
প্রাণ থাকিতে যদি ভুলে যাই তারে।
ধিক্ এ জীবনে মম ধিক্ এ সংসারে!
শুধুই কি সুখ আসে,
প্রাণঢালা ভালবাসে,
শুধুই কি দুদিনের মিছে ভালবাসা ?
সে নয় সে নয় মোর তুচ্ছ 'ভালবাসা' ॥
প্রাণভরা সাধ আশা,
বুকভরা ভালবাসা,
সে সব ফেলিয়া যদি গেল স্বর্গপুরে।
প্রাণ থাকিতে তারে ভুলিব কি করে ?
তেতু !
সুধামাখা কথা তোর,
জাগিছে হৃদয়ে মোর,
(মৃদু) মৃদু কথা কয়ে শীতল করিতে প্রাণ।
পিসিমা বলিতে সদা হ'তে যে অজ্ঞান ॥
(তোরা) স্বরগের ফুল ব'লে,
দেখাইতে ধরাতলে,
ফুটেছিলি ভাই-বোনে দুদিনের তরে।
রূপ গুণ দেখাইয়ে গেলি স্বর্গপুরে!
আর কি জীবনে মম,
হেরিব ও ফুল-সম,
আর কি ফুটিবি কভু জগত মাঝার ?
বল 'তেতু' বল 'পোকু' বল একবার ॥

* * *

বুঝি কেহ অনাদরে,
রেখেছিল, এ সংসারে,
(তাই) অভিমানে গেলে যারে ভালবাস প্রাণভরে।
তার পাশে গিয়ে (আজি) মিশেছ সে দেবপুরে ॥
যাও তেতু ! পোকু কাছে,
স্মৃতিটুকু রেখে গিছে,
স্বর্গীয় ধামেতে সুখে থাক ভাই-বোনে।
এই ভিক্ষা মাগি সদা বিভুর চরণে ॥

তোমাদের জনমদুঃখিনী
সেজ পিসিমা।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 568. December, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৮ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। ডিসেম্বর, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড মিণ্টোর বিদায় গ্রহণ—আমাদের নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের হস্তে ভারতশাসনের ভার অর্পণ করিয়া লর্ড মিণ্টো ২৩শে নবেম্বর ১২টা ৪০ মিনিটের সময় গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার যাত্রার সময় কেল্লায় তোপধ্বনি হইয়াছিল, এবং রাজকর্ম্মচারীরা উপযুক্ত সম্মানের সহিত তাঁহাকে ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশপ্রতিগমনের সহায় হউন।

নবীন বড় লাট—আমাদের নূতন বড় লাট হার্ডিঞ্জ মহোদয় ২১শে নবেম্বর, সোমবার, প্রাতঃকালে দশ ঘটিকার সময় হাওড়ায় আসিয়া পৌছেন। হাওড়া ষ্টেসনে বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া ষ্টেসন হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে সৈনিকগণ ও পুলিস কর্ম্মচারীরা দণ্ডায়মান হইয়া নূতন রাজপ্রতিনিধির সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী জনমণ্ডলীও নূতন বড় লাটকে দেখিবার নিমিত্ত বেলা আট ঘটিকা হইতে পথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। নবীন বড় লাটের কার্য্যকাল শান্তি ও সুখপূর্ণ হউক, ইহাই প্রার্থনা।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের আবিষ্কার—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ঃ সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব হস্তলিপি পাইয়াছেন। ইহাতে শতাধিক অভিনন্দনপত্র লিখিত আছে। বিদ্যানিধি যোগীনামক এক মহাপুরুষ সম্রাট্ শাহ জাহাঁকে অনুরোধ করিয়া কাশী ও প্রয়াগ তীর্থযাত্রীর উপর যে

নির্দ্ধারিত জিজিয়া কর ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। শাহজাঁহার পুত্র দারাও এই ব্যাপারে বিদ্যানিধি যোগী মহাশয়কে অনেক সাহায্য করেন। সেই সময়ের প্রধান নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রমুখ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সম্রাটের যে অভিনন্দন করিয়াছিলেন,তাহারই লিপি শাস্ত্রীমহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখনও এ দেশে অভিনন্দন-প্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল।

নইহাটে সংস্কৃত পাঠশালা—নইহাটের বিধবা রাণী বিশ্বেশ্বরী একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই পাঠশালায় ন্যায়, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও বেদের অধ্যাপনা হইবে। চারি জন সুযোগ্য অধ্যাপক চারি বিষয়ের অধ্যাপনার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। বিধবা রাণীর এই মহৎ অনুষ্ঠানের শুভ ফল দর্শনের জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম। তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক।

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নবীন রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনা—কলিকাতা কর্পোরেশন নূতন বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়কে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন। এই অভিনন্দন পত্রের উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্পোরেশনের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে বলিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ যাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদের প্রত্যেক অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাহার প্রতিকারের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আপন আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তাঁহাদিগকে অধিবাসিবৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কমিশনরগণকে লর্ড হার্ডিঞ্জের এইরূপ সৎপরামর্শ প্রদানে আমরা যার পর নাই সুখী ও আশ্বস্ত হইলাম।

নীতিস্তবক।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য-
পার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্ বহন্তি ॥১॥
—গর্দ্দভ চন্দনভার করিছে বহন,
অথচ মর্য্যাদা তার না বুঝে কেমন;
বহু শাস্ত্র পড়ে যেই না বুঝে মরম,
সে জন চন্দনবাহী গর্দ্দভের সম ॥১॥

পাটীর! ধন্যং ভুবি জীবনং তে
প্রাণাংশ্চ দেহং চ মনঃ পুনাসি।
ত্বাং পিংশতোঽপি দহতোঽপি তৃপ্তিম্।
পুষ্ণাসি দিব্যেন সুসৌরভেণ ॥ ২ ॥

—চন্দন! ভুবনে ধন্য তোমারি জীবন!
তব সঙ্গে পূত স্নিগ্ধ হয় দেহ মন;
চূর্ণ করি' যে তোমারে করিছে পেষণ,
যে তোমারে হুতাশনে করিছে দহন,
অপূর্ব্ব সৌরভে মুগ্ধ কর তার মন,
পরহিতে আত্মত্যাগী কে আছে এমন?২॥

সিন্ধুং গতো বারিকণঃ স্বরূপং
হিত্বা যথা সিন্ধুময়ত্বমেতি।
বিশ্বাত্মতাং বিশ্বহিতস্তথা যঃ
প্রয়াতি নিত্যোঽনবপূজিতঃ সঃ॥ ৩॥

—বিন্দু যথা সিন্ধুমাঝে পতিত হইয়া
সিন্ধুময় হয় নিজ স্বরূপ ত্যজিয়া,
তেমতি যে বিশ্বহিতে রত অবিরত,
সে বিশ্বাত্মা-রূপে শেষে হয় পরিণত,
যথার্থ অমর সেই এ মর ভুবনে,
অমরেও করে পূজা তাহার চরণে। ৩।

ভবেঽস্মিন্ পবনোদ্‌ভ্রান্তবীচিবিভ্রমভঙ্গুরে।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ॥৪॥

—পবনে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন;
যে করে অনিত্য দেহ পরহিতে দান,
সার্থক জীবন তার, সেই পুণ্যবান্।৪।

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে
প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥৫॥

—দারুণ শত্রুর প্রতি নিষ্পাপহৃদয়,
রুষ্ট ভাষে গালি দিলে মিষ্ট ভাষা কয়;
প্রেমে গলি' যার আত্মা হয় বিশ্বময়,
তাহার নির্ব্বাণমুক্তি তারি হস্তে রয়।৫।

যে সর্ব্বত্যাগিনঃ পুণ্যা ব্রহ্মজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
সত্যতীর্থস্বরূপাস্তে চরিত্রৈর্লোকপাবনাঃ॥৬॥

—এক মাত্র সর্ব্বেশ্বরে হেরি' সর্ব্বময়,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাঁহাদের রয়;
লোকহিতে সর্ব্বত্যাগী, ভুবনপাবন,
এ ভবে যথার্থ তীর্থ সেই সাধুগণ। ৬।

যস্য বিশ্বহিতং যজ্ঞো হব্যমাত্মা চ সংস্কৃতঃ।
রিপবঃ পশবো বধ্যাঃ স এব খলু যাজ্ঞিকঃ।৭।

—বিশ্বহিত যজ্ঞে অগ্নি হৃদে যার জ্বলে,
আত্মাকে আহুতি যেই দেয় সে অনলে,
কামাদি ইন্দ্রিয়-পশু করে বলিদান,
যথার্থ যাজ্ঞিক ভবে সেই পুণ্যবান্। ৭।

হিরণ্ময়ৈস্তৈরপি দীপ্যমানং
ন মন্দিরং মন্দিরমীশ্বরস্য।
মহাত্মনো বিশ্বজনীনবৃত্তেঃ
সাধোর্মনো মন্দিরমেব তস্য॥ ৮॥

—স্বর্ণ মন্দির তুমি করিয়া নির্ম্মিত,
প্রদীপ্ত রতনে তাহা কর সুসজ্জিত,
ঈশ্বরের তাহে নাহি হয় অধিষ্ঠান,
বৈভবে ভোলে কি কভু বিভু ভগবান্?
যে মহাত্মা বিশ্বহিতে সঁপিয়াছে প্রাণ,
তাঁরি হৃদে ঈশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান। ৮।

সর্ব্বত্র বাতি পবনোঽনিশমেব মৌনং
মৌনং দদাতি কিরণান্ তপনঃ শশী চ।
নিঃশব্দমেব কুসুমানি কিরন্তি বাসং
সাধুঃ সদা পরহিতানি করোতি
মৌনম্॥৯॥

—নীরবে সর্ব্বত্র সদা বহে সমীরণ,
চন্দ্র সূর্য্য নীরবেই দিতেছে কিরণ,
নিঃশব্দে কুসুম করে সৌরভ বিস্তার,
নীরবেই সাধে সাধু পর-উপকার। ৯।

আপাততঃ খলু মহাশয়চক্রবর্ত্তী
বিস্তারয়ত্যকৃতপূর্ব্বমুদারভাবম্।

কালাগুরুর্দ্দহনমধ্যগতঃ সমন্তাৎ
লোকোত্তরং পরিমলং প্রকটীকরোতি॥১২।
যেই জন অসামান্য মাহাত্ম্য-আধার,
বিপদে অভূতপূর্ব্ব মাহাত্ম্য তাঁহার;
অগুরুচন্দন দেখ! পুড়িয়া অনলে,
আমোদিত করে দিক্ দিবা পরিমলে।১২।
ন শৌচং দেহসংস্কারে নেন্দ্রিয়ার্থেষু বা
সুখম্।
সদা সুখং চ শৌচং চ শুদ্ধভাবং সমা-
শ্রিতম্॥১৩॥
—দেহের সংস্কার নহে শুদ্ধির কারণ,
সুখের সাধন নহে ইন্দ্রিয়সেবন,
হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভাব যে করে পোষণ,
সর্ব্বকালে শুদ্ধ সেই, সুখী সেই জন।১৩।
কৃত্যং তীক্ষ্ণমপি প্রেয়ঃ সত্যতেজঃ
সুধাময়ম্।
ন্যায্যে যস্য তৃণং বাধা স তেজস্বী
নরোত্তমঃ॥১৪॥
সত্যের প্রখর তেজ যার সুধাময়,
কঠোর কর্ত্তব্যে যার প্রফুল্ল হৃদয়,
ন্যায়-পথে বিঘ্ন-বাধা যার তৃণজ্ঞান,
যথার্থ তেজস্বী সেই মনুষ্যপ্রধান।১৪॥
॥ ওঁ তৎসৎ ॥

(ক্রমশঃ)

বৈধব্য জীবনের চিত্র।

আমাদের দেশে বালবিধবার অভাব নাই, গৃহে গৃহে এই শোচনীয় দৃশ্য বিরাজ করিতেছে। এই বালিকাগুলির দুরবস্থার কথা চিন্তা করিতেও হৃদয় অধীর হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, কিন্তু সমাজ এই দুঃখিনী বিধবাদিগের দুঃখময় জীবনের প্রতি একেবারে উদাসীন। সমাজের লোকে মনে করে, বিধবাদিগকে উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয় দান করিলেই তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু বিধবাদের শূন্য নীরস প্রাণে যে তাহাতে শান্তি পায় না, তাহা কেহ উপলব্ধি করেন না; এবং করিলেও তৎপ্রতিবিধানে কাহাকেও চেষ্টা করিতে দেখা যায় না।

বিধবা হইলেই যেরূপ তাহাদের আহারাদির ব্রহ্মচর্য্যবিধানানুযায়িনী ব্যবস্থা করা হয়, তদ্রূপ বিধবার জীবনোপযোগী শিক্ষারও আয়োজন করা উচিত। বিধবাদের খাদ্যাখাদ্য ও বেশভূষার বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যেমন আবশ্যক, তাহাদের ব্যবহার সুমার্জ্জিত করা এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

"বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য" এ কথা অনেকের মুখে শুনা যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে, তাহা কয়টী বিধবা অবগত আছেন? শিক্ষার অভাবে ব্রহ্মচর্য্য শব্দটী কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার ফল অমৃতে

গরল। কিন্তু কাহারও তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

বিধবাদের মানসিক উন্নতি কিম্বা চরিত্র সুগঠিত করিবার জন্য কাহাকেও বিশেষ যত্ন করিতে দেখা যায় না। অথচ তাহাদের দোষ দেখিতে পাইলে সকলে শতকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এমন কি, সামান্য ব্যবহারের বা কথার ত্রুটিতেও বিধবা পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগিনীর নিকটে পর্য্যন্ত ক্ষমা পায় না। এ সংসারে বিধবাদের জীবনের মত বিড়ম্বিত জীবন আর কাহারও নাই।

শিক্ষার অভাবে একটী বিধবা-জীবনের যে শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

একটী স্ত্রীলোক ষোড়শ বৎসর বয়সে বিধবা হয়, বৃদ্ধা শাশুড়ী ব্যতীত তাহার অপর কোন অভিভাবক ছিল না। সে তাহার শাশুড়ীর সহিত কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে বাস করিত। কয়েক বৎসর পরে মাতৃসমা বৃদ্ধা শাশুড়ী অভাগিনীকে নিরাশ্রয়া করিয়া পরলোক গমন করেন।

উক্ত বিধবার যৎসামান্য অর্থ আশ্রয়দাতার নিকট গচ্ছিত ছিল। হতভাগিনী বিধবাটী সুন্দরী বলিয়া শীঘ্রই কুলোকের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িল, এবং সে প্রলোভনের মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া, জীবনের মহৎ লক্ষ্য ভুলিয়া অধঃপতিতা হইল। কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল না, কিন্তু তাহার দুর্নাম ঘোষণা করিতে কেহই ত্রুটি করিল না। আশ্রয়দাতা কিছু দিন তাহাকে নিজ জ্ঞান বুদ্ধিমতে শাসন করিয়া গৃহে রাখিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সেইরূপ শাসনে তাহার কি হইবে? সে ক্রমে ক্রমে একেবারে পাপস্রোতে জীবন ভাসাইয়া দিল। পরে অপরাপর প্রতিবেশিগণ একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন সে অপর এক আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইল, কিন্তু সে স্থান হইতে তদপেক্ষা অধিক লাঞ্ছিতা হইয়া তাড়িতা হইল। কয়েক বৎসর পরে একদিবস দেখিলাম, তাহার গচ্ছিত অর্থ প্রতারকের প্ররোচনায় হারাইয়া অনাথা ভিখারিণীর বেশে পথে পথে ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতেছে। অন্নাভাবে শরীর কৃশ ও মলিন, তৈলাভাবে কেশ রুক্ষ, শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া কাঁদিতেছে। তখন আর তাহার পূর্ব্বের সে সৌন্দর্য্য নাই।

কিছুদিন পরে শুনিলাম তাহার আর কোন খোঁজ নাই। তাহার উদ্ধারের চেষ্টা কেহই করিল না। এই ত আমাদের সমাজের অবস্থা! এই ত আমাদের সমাজের বিচার! হতভাগিনী বিধবা অসহায়া বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। আর অশিক্ষিতা অসহায়া রমণীর অধঃপতনের মূল যে পুরুষ, তিনি সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া সমাজের দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া সুখভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি কোন শাসন

নাই, কোন বিচার নাই। শাসন-বিচারের কোন বিধিব্যবস্থাও নাই। পরিতাপের কথা কি বলিব, তাঁহারাই নাকি কোন কোন স্থলে সমাজপতি।

এ সংসার পাপপ্রলোভনময়। শিক্ষিত পুরুষ পর্য্যন্ত অসার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়া নানা দুর্গতি ভোগ করেন। কোমলমতি অশিক্ষিতা বিধবা এই ভীষণ পরীক্ষানল হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইবে? কঠোর শাসন ও সম জ-ভয় বিধবাকে কতকটা রক্ষা করে বটে, কিন্তু তাহাতেই কি তাহাদের দুর্গতি দূর হয়? মানুষকে পশুর মত শাসন করিলেই কি বিধবার প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয়?

সুশিক্ষার অভাবই বিধবাদের অধঃপতনের ও দুঃখের মূল কারণ। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মেয়েরা যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা করে তাহা শিক্ষাই নহে। সধবা রমণীদের এরূপ শিক্ষায় ক্ষতি না হইলেও বিধবাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে।

ধর্ম্মসাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান দুর্লভ বলিয়া তাহারা সহজলব্ধ আশুতৃপ্তিকর কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও নাটক সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকে। জ্ঞানাভাবে তাহারা ঐ সকল গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ ও আদর্শ চরিত্রের মহৎ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শুধু কল্পিত ভাবের মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। ইহাতে তাহাদের মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি হইয়া পরিণামে দুঃখভোগ হয়, ইহার কি কোনও প্রতিকার করিতে পারা যায় না?

শিক্ষার গুণে অসভ্য সুসভ্য হয়, বর্ব্বর বুদ্ধিমান্ হয়, বন্য পশু পক্ষী পর্য্যন্ত শিক্ষার গুণে কিয়ং পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে; কোমলমতি বিধবা বালিকাগুলি সুশিক্ষা ও যত্ন পাইলে কি মনুষ্যনামের যোগ্য হইতে পারে না? যাহারা শিক্ষার অভাবে নিজ হিতাহিত বুঝিতে অসমর্থ, তাহাদের মঙ্গল কি প্রকারে সম্ভবে? সংসারে পুরুষ শিক্ষিত ও সবল, স্ত্রীলোক দুর্ব্বলা, কোমলপ্রাণা ও পুরুষের অশ্রিতা। সর্ব্বদা তাহারা আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করে। প্রায় সকল পুরুষই অবস্থানুরূপ অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছে। তথাপি তাহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে কাহারও পতন অনিবার্য্য। এ অবস্থায় অশিক্ষিতা দুর্ব্বলা বিধবা রমণীদিগের পাপ প্রলোভন, ও পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে একাকিনী আপনার উপর নির্ভর করত আত্মরক্ষা করিয়া কুটিলতাময় এ সংসারে জীবনপথে অগ্রসর হওয়া কি প্রকার ভয়াবহ এবং তজ্জন্য কত চিন্তা, কত ধৈর্য্য, জ্ঞান, সংযম ও দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণের প্রয়োজন, তাহা কেহ কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? শিক্ষাভাবে একাধারে সমঞ্জস ভাবে এই সকল সদ্‌গুণ লাভ করা কি সহজ? হিংস্র জন্তু ও দস্যু-তস্কর পরিপূর্ণ অরণ্যে পথিকের একাকী গমনাগমন করা যেরূপ কঠিন, নানা প্রলোভন ও নির্য্যাতনময় সংসার-অরণ্যে সঙ্গিবিহীনা অনাথা বিধবাদের

বিচরণ করা তদপেক্ষাও বিপদসঙ্কুল সংসার-অরণ্যে একাকী বিচরণ করিবার উপযোগী একটী জীবন প্রস্তুত করিতে কি সামান্য যত্ন চেষ্টার প্রয়োজন? যেমন পতঙ্গগণ অনলের দাহিকা শক্তি না জানিয়াই অনলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে পুড়িয়া মরে, তদ্রূপ বিধবাগণও পাপ-প্রলোভন-মুগ্ধ হৃদয়ে নিজ নিজ হিতাহিত বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই সময় সময় নানা প্রকার বিপদে পতিতা হয়। তাহারা আত্মরক্ষার উপযোগিনী শিক্ষা না পাইলে কিরূপে নিরাপদ থাকিবে? সচরাচর দেখিতে পাই যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের নিকট অবজ্ঞার পাত্র ও নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হয়, সে কখনও আত্ম-সম্মান লাভ করিতে শিখে না। আত্ম-সম্মানজ্ঞানের অভাবে আত্মোন্নতির চেষ্টা মনে জাগ্রত হয় না। এই জন্যই ঐরূপ নিগৃহীত ব্যক্তিদের প্রায় উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র হইতে দেখা যায়। স্নেহে যত্নে কর্কশ প্রকৃতিও কোমল হয়, পতিত ব্যক্তিও চরিত্রবান্ হয়, অসাধুও সাধু হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত মানবসমাজে বিরল নহে। আমাদের সমাজে বিধবাগণ সর্ব্বদাই অনাদৃতা, এবং অভাগিনী বলিয়া তাহারাই পরিবারের অমঙ্গলের হেতু। এরূপ স্থলে তাহাদের উন্নতির আশা কোথায়? বাল-বিধবা এ সংসারে পবিত্র কুসুম, ভগবৎ-চরণই ইহাদের উপযুক্ত স্থান। আমরা আমাদের পুষ্পোদ্যানে যে সকল পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করি, তাহাতে কত যত্নে জল ও সারাদি দিয়া থাকি, তাহার মূল হইতে অনিষ্টকারী কীটসকল বাছিয়া দিয়া বৃক্ষকে সযত্নে রক্ষা করি, তবে সে বৃক্ষ ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে আমাদিগকে আমোদিত করে; এবং আমরা সে ফল ফুল দেবতার চরণে দিয়া কৃতার্থ হই। আর এ সংসার-উদ্যানের বাল-বিধবা-রূপ কুসুমকলিকাগুলি অনাদরে অযত্নে শুকাইয়া যাইবে না কি? উহাদের মানসিক পোকাগুলি বাছিয়া না দিলে কীটদষ্ট হইয়া ঝরিয়া পড়িবে না কি? ঐ অবস্থায় কি তাহারা দেবপূজার যোগ্য থাকিতে পারে? বিধাতার বিধানে সকলেই স্বামী পুত্র লইয়া সংসার করিবে ইহা যেমন অসম্ভব, বিধবা হইলেই যে তাহার জীবন জ্বলন্ত অনলময় হইবে, ইহাও তেমনি অসম্ভব। বৈধব্য-জীবন কি শান্তি-পূর্ণ হইতে পারে না? করুণাময়, প্রেমময় হরি তো কাহাকেও করুণা-প্রেম-বিতরণে বিমুখ নন। পশু-পক্ষী-স্থাবর জঙ্গমাদি সকলি তাঁহার প্রেমাধীন, একমাত্র বিধবা রমণীই কি তাঁহার প্রেমে বঞ্চিতা থাকিবে? কখনই নয়। তাঁহার অনন্ত সর্ব্বব্যাপী প্রেমে নর-নারী, সধবা-বিধবা, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলেই সমান অধিকারী। তাঁহার রাজ্যে এ অবিচার, হাহাকার কেন? শিক্ষা ও যত্নের অভাবই বিধবাজীবনের দুঃখের মূল। তাহাদের জীবন উন্নত ও সুখশান্তিপূর্ণ করিবার প্রধান উপায় তাহাদের জীবনোপযোগী সৎশিক্ষা। (ক্রমশঃ)

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।)

১৮৩৩ খৃঃ অঃ নিউস্যালেমের পোষ্ট মাষ্টারের পদ শূন্য হয়। আব্রাহাম্ উক্ত-পদের প্রার্থী হইয়া আবেদন করিলেন। ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বহুসংখ্যক আবেদনপত্রের মধ্য হইতে আব্রাহামের আবেদনপত্র মঞ্জুর করিলেন। পোষ্ট-মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া আব্রাহাম্ সুচারুরূপে আফিসের কার্য্যাদি চালাইতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যকালে তিনি অশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য তিনি সময়ে সময়ে স্বীয় স্বার্থবিসর্জনেও কুণ্ঠিত হন নাই। বহুসংখ্যক লোক প্রত্যহ মিষ্টার এলিসের ব্যবসায়-ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইত ; অব্রাহাম্ অফিসের কার্য্যাদি সমাপনান্তে তাহাদিগকে নানা সদ্‌গ্রন্থ ও সংবাদপত্র হইতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য অনেক বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীও দরিদ্র সজ্জনের বন্ধুত্বলাভে অভিলাষী হইয়া থাকেন। অ ব্রাহাম্ লিনকনের দেশব্যাপী সুযশ ইণ্ডিয়ানার শাসনকর্ত্তার শ্রবণগোচর হইল। তিনি আব্রাহামের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আব্রাহাম্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লিন্-কনের সহিত আলাপ করিয়া শাসনকর্ত্তা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে,এ যুবক যুক্তরাজ্যের সভাপতির পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

১৮৩৪ খৃঃ অঃ আব্রাহাম্ লিনকন অনু-রুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্যবস্থাপকপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ব্বা-চনই সাধারণের প্রার্থনীয়। ভোট সংগ্রহ করিবার জন্য আব্রাহাম্ একদিন এক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার এক ধনী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুর অনুরোধে আব্রাহাম্ তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আহারাদির পর তিনি বন্ধুর কার্য্যক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণের নিকট ভোট সংগ্রহ করিতে গমন করেন। প্রভুর আদেশে কৃষকেরা আব্রাহাম্‌কে ভোট দিবে স্বীকার করিল,কিন্তু আব্রাহাম্ তাহাদিগের ন্যায় পরিশ্রমপটু কিনা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আব্রাহাম্ অবিলম্বে তাহাদিগের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কৃষকেরা তাঁহার শ্রমদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাণপণ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আব্রাহাম্ অন্য এক স্থানে ভোট সংগ্রহ করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না ; পথিমধ্যে তাঁহাকে

দেখিয়া একজন লোক অন্য এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিল;—দেশে কি ইহার অপেক্ষা ব্যবস্থাপকপদের উপযুক্ত আর কোনও লোক নাই? কিন্তু শেষে সেই উপহাসকারী আব্রাহাম্ লিন্‌কনের গুণের এবং বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিল। এবার আব্রাহামের চেষ্টা বিফল হইল না; তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক মনোনীত হইলেন।

বেশভূষায় পারিপাট্যের দিকে আব্রাহাম্ লিনকনের একবারেই দৃষ্টি ছিল না। গুণবান্ পুরুষেরা সর্ব্বত্রই সমাদর প্রাপ্ত হন। বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সকলে তাঁহাদের গুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু এত দিন সামান্য পরিচ্ছদে দিন অতিবাহিত করিলেও, ব্যবস্থাপক মনোনীত হইবার পর, আব্রাহাম্‌কে বেশভূষার পরিপাট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। তিনি দুই শত ডলার ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থাপকের উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিলেন। আমরা এইখানেই বলিয়া রাখি, তিনি শীঘ্রই উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ মাননীয় জন্ ইষ্টুয়ার্ট নামক স্প্রিংফিল্‌ডের জনৈক সম্ভ্রান্ত আইনব্যবসায়ীর সহিত পরিচিত হন। আব্রাহামের প্রতিভাদর্শনে চমৎকৃত হইয়া মিষ্টার ইষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে আইন পাঠ করিতে পরামর্শ দিলেন। আব্রাহাম্‌ও তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মিষ্টার ইষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে আইন সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ প্রদান করিয়া বিলক্ষণ সাহায্য করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই আব্রাহাম্ একজন বিবেচক আইনজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন। এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্প্রিংফিল্ড মিষ্টার ইষ্টুয়ার্টের সহিত আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভ্যাণ্ডেলিয়ার পরিবর্ত্তে স্প্রিংফিল্ড এই সময় ইলিনয় রাজ্যের রাজধানী হয়। স্প্রিংফিল্ডে আসিয়া আব্রাহাম্ দুই কার্য্যই চালাইতে লাগিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় বার ব্যবস্থাপক মনোনীত হইয়া দাসব্যবসায়ের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে অনেকেই নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেন বলিয়া আব্রাহাম্ একাকী কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যখন আপনার অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা দাসব্যবসায়ের অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করিতেন, তখন অন্যান্য সভ্যগণ স্তম্ভিত হইতেন। কেবল ডন ষ্টোন (Dan stone) নামক জনৈক সভ্য আব্রাহামের পক্ষে ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য।

আমোদের কাজ।

কর্ত্তব্য কার্য্যে মানুষের জীবনের প্রায় সমস্ত বৎসর, মাস ও ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তথচ সময়ে সময়ে আমরা এমন একটু আধটু অবসর পাই, যখন আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি না, কিম্বা উহাতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া স্বাস্থ্যের অনুরোধে বিশ্রাম বা আমোদের ইচ্ছা করি। তথন আমরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহি, অথচ আপনাকে নিষ্কর্ম্মা রাখিতে ইচ্ছা করি না; তথন আমরা অনেক দিনের পর পিত্রালয়ে যাইয়া সংসারের কর্ম্ম হইতে অবসর পাই, অথচ কোনও না কোনও হালকা কাজ করিতে অভিলাষিণী হই। এই প্রকার সময়টা আমরা আনন্দ ও আমোদের কাজে কাটাইতে পারি। যে কোনও নারী কখনও নিষ্কর্ম্মা থাকিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহার দ্বারা অবসরসময়ে যে কত ছোট খাট কাজ সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, অনেক পাঠিকা একজন ইংরাজ ডাক্তারের কথা পড়িয়া থাকিবেন। তিনি তাঁহার রোগীদিগকে দেখিয়া বেড়াইবার সময় গাড়ীতে যেটুকু সময় পাইতেন, সেই অবসরে এক বৃহৎ লাটিন গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। আর একজন শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদিগকে পড়াইবার জন্ত বাড়ী বাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া ঘুরিবার সময় যে কিছু সময় পাইতেন, সেই অবকাশে ফরাসী ও ইটালীর দুইটী ভাষা শিখিয়াছিলেন। একজন ফরাসী স্ত্রীলোক কোনও রাজকন্তার কাছে সঙ্গিনীর কাজে নিযুক্তা থাকিবার কালে মাঝে মাঝে যে কিছু সময় পাইতেন, সেই অবসরে দশ বার খানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

এইরূপে অবসরকাল কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্ত আমাদের কত শত পথ খোলা রহিয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ ধরিলে সব কাজই অতি সামান্ত বোধ হয়; কিন্তু সকল কার্য্যের সমষ্টি একত্র ধরিলে উহা দ্বারা আমাদের বাসগৃহের কত সুন্দর পরিবর্ত্তন হয়, দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। নিপুণ হাত দুটী অবিশ্রান্ত কোনও না কোনও কাজে রত রাখিলে অল্পকালে ও অতি সামান্ত ব্যয়ে আমরা কত সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া গৃহকে মনোরম করিতে পারি। রমণী গৃহের রাণী, সেই গৃহকে নিজ শিল্পকর্ম্মের দ্বারা সজ্জিত করিলে সর্ব্বত্র তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মচাতুর্য্য প্রকাশ পায়।

জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্প আমরা যাহাই শিখি, ঘরকন্নার সকল দ্রব্যে ও সকল কাজে তাহার মার্জ্জিত চিহ্ন আঁকিতে না পারিলে আমাদের সেই বিদ্যা বা শিল্পশিক্ষায় কোনও ফল হয় না।

তোমার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসীরা যদি তোমার বাড়ীর মনোরম সাজ ও শোভা দেখিয়া নিজ নিজ গৃহকে সেইরূপ সাজা-ইতে অভিলাষী হয়, তোমার কাজের পরিচয়ে তাহারাও যদি কাজে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে জানিবে, এ সংসারে তুমি বৃথায় জন্মাও নাই। তোমার মহৎ দৃষ্টান্তে কত বিশৃঙ্খল গৃহ পরিপাটী হইবে, বিমর্ষ গৃহ শোভাময় হইবে, আর মানুষের আবাসগৃহ অধিকতর মধুর হইয়া উঠিবে। পশমের ফুল, ছবি, পাখা, ফল, টাকা প্রভৃতি দ্রব্যে গৃহের যে কত শোভা বৃদ্ধি হয়, ও আমাদের পিতা-ভ্রাতা-স্বামীরা কত আনন্দিত হন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময়ে আমাদের নিজ হাতের তৈয়ারী এক জোড়া পশমের বা রেশমের জুতা বা মোজা উপহার পাইলে আমাদের আত্মীয়েরা কতই আহ্লাদিত হন।

সকল প্রকার পশমের শিল্পের ব্যবস্থা লিখিয়া নারীদিগকে আমোদের কাজ শিখান অসম্ভব ভাবিয়া আমি উহা হইতে বিরত হইলাম। যাঁহাদের একটু বুদ্ধি আছে, তাঁহারা দুই একটী কাজ শিক্ষয়িত্রী বা প্রতিবাসিনী কোনও স্ত্রীলোকের নিকট শিখিয়া অবশিষ্ট সকল কাজ নিজেই প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

দুঃখের বিষয়, নব্য বঙ্গনারীদিগের মধ্যে প্রাচীন কালের মহিলাদের ন্যায় চিত্র-বিদ্যার কিছুমাত্র চর্চ্চা দেখা যায় না। আর পাড়াগাঁয়ে ও নারীদের মধ্যে মাটীতে বা পিঁড়েয় আলিপনা দেওয়ার যা একটু আমাদের আঁক কাটার অভ্যাস হইত, তাহাও আজকাল উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভদ্র বালিকারা ইচ্ছা করিলেই স্কুলের পাঠের সঙ্গে একটু একটু চিত্র-বিদ্যাও শিখিতে পারে। দু আনা বা চার আনা দিয়া এক বাক্স রং ও তুলি কিনিয়া মোটা খাতার কাগজের উপর ফুলপাতা, গাছপালা ইত্যাদি আঁকিতে আঁকিতে চিত্রবিদ্যায় কিছু জ্ঞান জন্মি-বার সম্ভাবনা। কাগজের উপর প্রথম লেড পেন্‌সিল দিয়া দাগ কাটিয়া পরে যেখানকার যেটী রং বসাইলেই আঁকিবার অধিক সুবিধা হয়।

যদিও উন্নত চিত্রকার্য্যে পারদর্শিনী হইতে অনেক শিক্ষা, অভ্যাস ধৈর্য্য, ও সময়ের আবশ্যক, তথাপি যত্ন করিলে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা খাটিয়া দুই বৎসরের মাঝামাঝি শিক্ষা করা যায়। উহা দ্বারা আর কিছু কাজ না হউক, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার সময় অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। কাগজের উপর রং দিয়ে বড় বড় অক্ষর লিখিলে ও কুকুর বিড়ালের ছবি আঁকিলে শিশুরা অতি আনন্দে শিক্ষায় মনোযোগ করে ও সহজেই উহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে। চিত্রবিদ্যায় কিছু বেশী জ্ঞান জন্মিলে আমাদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দৃশ্য বাছিয়া লইয়া ঐ গুলি আঁকিয়া গৃহের দেওয়ালে সাজাইলে যে ঘরের শোভা ও সৌন্দর্য্য বাড়িবে, তাহাতে

কোনও সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে যদিও আমি স্ত্রীলোকদের পড়ার কথা লিখিয়াছি, তথাপি আমোদের কাজের সঙ্গেও পাঠের বিষয়ে দু চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ, আমার মতে, অধ্যয়ন মানবজীবনে—কর্ত্তব্য,আমোদ ও প্রয়োজন - সবই। আর স্ত্রীজাতিকে উহার উপকারিতা বুঝাইবার জন্য আমি উহার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যদি প্রকৃত মানুষ হতে চাও, যদি মানবজীবনের মহত্ব বুঝিয়া থাক, সংসারে যদি সুখী ও জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা কর, তবে একদিনের জন্য পাঠে অবহেলা করিও না।

এই বিষয়ে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—পিতামাতারা যেন কন্যাদিগকে গল্পের বই পড়া বিষয়ে বেশী কড়াকড় না করেন। কিন্তু বালিকাদের প্রতি আমার আন্তরিক বক্তব্য এই—সামান্য গল্পের বই বা উপন্যাস পড়িয়া সন্তুষ্ট হইও না; বরং উহা দ্বারা আরও ভাল পুস্তক পড়িবার রুচিতে অভ্যস্ত হও। বঙ্গমহিলারা যদি একবার একটু মনোযোগপূর্ব্বক দুই একখানা সার গ্রন্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন ও উহা হইতে জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দলাভ করেন, তাহা হইলে আপনা হইতেই অকেজো বইয়ের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা জন্মিবে। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যয়নই বঙ্গনারীকে উন্নতপদে তুলিবার প্রধান উপায়।

সকল বিষয়েই ঐরূপ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম আদর্শ দেখিয়া তার নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টাই প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতার কারণ। উন্নত চিন্তা ও মার্জ্জিত রুচি আপেক্ষিক সামান্য ভাব ও রুচিবিরুদ্ধ অভ্যাসগুলিকে তাড়াইয়া দেয়। যে কোনও রমণী অভিজ্ঞান-শকুন্তলের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন,তিনি আর কুরুচিপূর্ণ ঘৃণিত পুস্তকে কখনও মন দিতে পারেন না। যিনি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' পাঠে সুখ অনুভব করিয়াছেন, তিনি কখনও দাসুরায়ের পাঁচালী স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। সুতরাং একখানি সার গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়া আমাদের মনকে একবার উন্নত করিলে উহা কখন কদর্য্য উপন্যাসের দিকে ধাবিত হইবে না।

ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, আমাদের মানসিক ইচ্ছা, স্পৃহা ও রুচি আমাদের নিজের উপরই একান্ত নির্ভর করে। আমরা ভাল পুস্তক পড়িতে অভ্যাস করিলে উহা হইতেই প্রচুর আনন্দ পাই, আর মন্দ বই পড়িয়া মনকে বিকৃত করিলে সদ্‌গ্রন্থের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে। নূতন সার গ্রন্থ সময়ে পাইবার সুবিধা না থাকিলে পুরাণগুলিই বার বার পড়াতে অনেক উপকার হয়।

গান-বাজনা।

লেখা পড়ার সঙ্গে অল্প অল্প সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করাও বালিকাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উহা যে ব্যক্তিবিশেষের আনন্দের কারণ, শুধু তাহা নহে, উহা দ্বারা সমস্ত

পরিবার-জীবন অধিকতর প্রফুল্ল, সন্তোষপূর্ণ ও আনন্দিত থাকে। কন্যাদের গান-বাজনা শুনিয়া পিতামাতা পরম পুলকিত হন, ভগিনীর বাজনা শুনিয়া ভ্রাতা, স্ত্রীর বাদ্য-সঙ্গীতে স্বামী যার পর নাই সুখ ও আমোদ পান। গান-বাজনায় মন রত থাকিলে অন্তরে কুচিন্তা বা কুভাব আসিবার উপায় থাকে না। উহাতে শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই একরূপ আনন্দ অনুভব করে।

অন্যান্য কঠিন সাধনার ন্যায় গান-বাজনাতে পারদর্শিনী হইতে অনেক অভ্যাস ও সময়ের আবশ্যক। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া বাজনাশিক্ষায় সময় দিলে দুই বৎসরে উহাতে একরকম পারগ হওয়া যায়। অবশ্য উহাতে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ হইতে অনেক অধিক সময়ের প্রয়োজন। আমার বোধ হয়, হিন্দুবালিকাদের জন্য—সেতার, বীণা, বেহালা, হার্ম্মোনিয়ম এই কয়টী বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার যোগ্য। উহার কোনও একটী বাজানতে সক্ষম হইলেই সাধারণ বালিকা-দিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বেহালা, সেতার প্রভৃতি তারের যন্ত্র উত্তমরূপে বাজাইতে শিখিবার জন্য আপেক্ষিক অনেক বেশী বুদ্ধি ও সময়ের আবশ্যক। হার্ম্মোনিয়ম বা পিয়ানো ইত্যাদি বাজনা কিছু কম দিনে শিখা যায়। আজকাল নিজে গান বাজনা শিখিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় দুই একখানি সরল বই লিখিত হইয়াছে, তাহাদেরই একখানি কিনিয়া বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজনা অভ্যাস করিতে করিতে উহা সহজ হইয়া আসিবে।

মিসেস্ ডি, এন, দাস।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি-সাধনের উপায়।

"ভাই ভগিনী মিলে, যাব সারি সারি চলে,
তব সিংহাসনতলে হে;
যাব সবে হাত ধরে, গাইব আনন্দভরে,
দয়াময় ! তব গুণগান হে।"

অন্তঃপুরস্থা ইঁহারা কে? কেনই বা ইঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের এত মাথাব্যথা? ইঁহারা আমাদের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী বা দুহিতা,—যাঁহাদের সুখ-দুঃখের সহিত আমাদের সুখ দুঃখ এত নিকটতম ও গূঢ়ভাবে মিলিত রহিয়াছে—যাঁহাদের উন্নতির উপর পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

একজন ইতালীয় কবি বলিয়াছেন, "শিক্ষা মনুষ্যের চরিত্রকে মার্জ্জিত করে ও তাহাকে বর্ব্বর থাকিতে দেয় না।" শিক্ষা মানসিক, শারীরিক, হৃদয়ের নৈতিক বৃত্তি সকলকে সুন্দররূপে পরি-

চালিত করে ও তাহাদের কার্য্যকারিতা বর্দ্ধিত করে। শিক্ষা তিন প্রকার, মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বা নৈতিক। শিক্ষার লক্ষ্য আত্মার পূর্ণোৎকর্ষ দ্বারা বিশ্ববাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন এবং তদ্দ্বারা আত্মপ্রসাদ ও অনির্ব্বচনীয় আত্মানন্দ সম্ভোগ করা। একটী সুখের বস্তু পাইলে, প্রিয়জনের সহিত তাহা একত্রে ভোগ করিলে কত অধিক সুখ পাই।

শিক্ষার যখন "উত্তম সুখ"ই উদ্দেশ্য, তখন আমাদিগের মাতা, ভগিনী, দুহিতা-দিগকে উহা হইতে বঞ্চিত করিব কেমন করিয়া? তাঁহারা যে শিক্ষা চাহেন না এমন নহে। বরং অনেক স্থলে শিক্ষালাভ বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক রমণী অন্যকে পড়িতে দেখিয়া ও বিদ্যালাভ করিয়া জ্ঞানগর্ভ কথা কহিতে শুনিয়া নিজ ভাগ্যকে দোষ দেন, কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া বা বিজ্ঞানের সামান্য সামান্য বিষয় অবগত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইয়া নিরতিশয় সুখানুভব ও জ্ঞানস্পৃহা প্রকাশ করেন। মানবজাতির মধ্যে, এমন কি প্রত্যেক সমাজের মধ্যে নারীর সংখ্যা লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও অধিক। আবার হতভাগ্য ভারতবর্ষে রমণীদের মধ্যে বিধবাও অনেক। চির-দুঃখপীড়িতা ভারতমাতার কত অসংখ্য বিধবা কন্যাগণ শোকে তাপে জর্জ্জরিতা হইয়া বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন ও নীরবে অহর্নিশ কত শোকাশ্রু মোচন করিতেছেন, মনে একবার ভাবিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির প্রাণে দয়ার উদ্রেক না হয়?

ইঁহাদের জীবনভার লঘু করিবার অল্পই বিষয় আছে। তবে শিক্ষা দ্বারা ইঁহাদের মনকে জ্ঞানোপার্জ্জন ও অন্যান্য হিতকর বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাঁহাদের দুঃখরাশির কিয়ৎ-পরিমাণে হ্রাস হয়। তবে কি তাহা সর্ব্বতো-ভাবে বাঞ্ছনীয় নহে? এমন মানুষোচিত দয়া-বিবর্জ্জিত পাষণ্ড কেহই নাই যে ইহার প্রতিকূল হইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য "জন হার্শেল" একবার বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,— "সংসারের সকলেই আমার প্রতিকূল হইলে, শোকে বিপদে অনভিভূত থাকি-বার জন্য, সর্ব্বাবস্থাতেই সুখ ও আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ যদি কোনও বিষয় ভিক্ষা করিতে হয়, তবে "পাঠাদিতে রুচি" এইটাই ভিক্ষা করিব।" বিদ্যালাভের এমনই গুণ! অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তঃপুরস্থিত মহিলাদের জীবন আহারনিদ্রা বা নিকৃষ্ট চিন্তা ও কথোপকথনেই অতিবাহিত হয়। শিক্ষা এই সকল বিষয় হইতে তাঁহাদের মনকে উদ্ধার করিয়া অন্যান্য হিতজনক বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারে। শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্যজ্ঞান সুন্দররূপে বর্দ্ধিত ও কর্ত্তব্যকার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। স্ত্রীশিক্ষা অশেষ মঙ্গলদায়িক। ইহার প্রশংসা

সম্যক্‌রূপে করা যায় না। একজন বিদেশীয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"একজন সুমাতা একশত শিক্ষকের তুল্য।" রমণীরা মাতা, স্ত্রী, দুহিতাদিরূপে সমাজকে শোভিত করেন ও আমাদের অশেষ সুখ বিধান করেন। যাঁহারা এখন অপ্রাপ্ত-বয়স্কা, তাঁহারা কিছুকালের মধ্যেই জীবনের গুরুতর ভার বহন করিবেন এবং পারিবারিক সুখ ও উন্নতির প্রসূতি হইবেন। অতএব ইহাঁদের শিক্ষা বহু বিস্তৃত ও পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইলে সমাজের শ্রী আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

যখন ভারতের গৌরবের দিন ছিল, তখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লোকে উদাসীন থাকিতেন না। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ, কুমারসম্ভবাদি গ্রন্থে ও বৈদিক রমণী গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির বিবরণে পাওয়া যায়। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি নামই বা কে না শ্রবণ করিয়াছেন? কিন্তু এখন জাতীয় গৌরবও বিলুপ্ত হইয়াছে এবং স্ত্রীশিক্ষাও চলিয়া গিয়াছে। কে বলিবে, আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির উন্নতি অনেক পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষাসম্ভূত নহে? অতএব যাঁহাদের শিক্ষার এত প্রয়োজন, তাঁহাদের শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী থাকা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পক্ষে মহা লজ্জার কথা।

সম্প্রতি অন্তঃপুরবাসিনীদিগের শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিতে অস্মদ্দেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে। এ বিষয়ে নূতন কিছু বলিবার নাই, এবং কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবন করাও অসম্ভব। তবে উহার উন্নতির বিষয়ে যে সকল উপায় সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

সম্প্রতি দেখা যায়, স্ত্রীশিক্ষার জন্য কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহা এই :—

১ম—পড়িবার উপযুক্ত পুস্তক ও বিষয়।

২য়—ভাল ভাল বিদ্যালয় ও শিক্ষয়িত্রী।

৩য়—গৃহশিক্ষা—ইংরাজীতে যাহাকে "Home education" বলে।

যথাক্রমে এই তিনটী বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

অর্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষা ছিল, তাহা সভ্যজাতির ভাষাই নহে। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে উহার যে উন্নতি হইয়াছে,তাহা বোধ হয় কোনও ভাষার ইতিহাসে পাঠ করা যায় না। আমাদের ভাষার উন্নতি বড়ই আশাজনক ও প্রীতিপ্রদ। কিন্তু আমাদের ভাষায় ভাল পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্পই—এমন কি, ভাল গ্রন্থকারদের নাম অঙ্গুলিদ্বারা গণনা করা যাইতে পারে। যে সকল পুস্তক আছে, তাহা হইতে উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে না। তবে তাহাতে "কাজ-চলা" শিক্ষা একরূপ হইতে পারে। কুরুচিবিবর্জ্জিত, নীতিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাও দিন দিন

বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি চিন্তাশীল ও কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ বিদেশীয় ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বিজ্ঞান ও দর্শনাদি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে পুস্তকের অভাব দূর হয় ও বঙ্গসাহিত্যেরও উন্নতি হয়। কিন্তু আজকাল নাটকাদির প্রাদুর্ভাব বড়ই বাড়িতেছে। এখনকার অধিকাংশ "ভুঁইফোঁড়" কবিদের কেবল সম্বল "চাঁদের হাসি", "কোকিলের কুহুধ্বনি", "প্রেমিকের দীর্ঘ নিঃশ্বাস" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকেও ঐরূপ অসার ও জঘন্য পুস্তক ক্রয় করে ও পড়ে। যদি একটী কুকথা শুনিলে, কুদৃশ্য বা মন্দ ছবি দেখিলে আমাদের মনের ভাব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কলুষিত থাকে, তবে কুপুস্তক পাঠের যে কত বিষময় ফল, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ডিস্‌রেলির গ্রন্থে একজন গ্রীক গ্রন্থকারের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি একখানি মন্দ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের কত অহিত করিলেন ভাবিয়া অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া শেষে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। কুপুস্তক পাঠে জ্ঞানলাভ হউক বা নাই হউক, অস্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনা ও দুর্নীতি শিক্ষা বেশ হয়। ঐ সকল গ্রন্থের ভাব বিষবৎ রক্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া ভাবের প্রস্রবণ সকলকে বিষাক্ত করে ও নৈতিক জীবন নষ্ট করে। চিকিৎসকেরা বলেন, কুপুস্তকপাঠে মন কলঙ্কিত হয় ও উত্তেজনা প্রযুক্ত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও নারীদের হিষ্টিরিয়াদি দুরারোগ্য ভয়ানক ভয়ানক ব্যাধিও উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে বিশেষ ভাবে দেখা আবশ্যক যেন ঐ সকল পুস্তক কেহ না পড়ে ও কদাচই অবরোধের দ্বার ভেদ করিয়া রমণীদের হস্তে যাইতে না পায়। এই সকল কথা পাড়িয়া সকল গ্রন্থকারের নিন্দা করিতেছি, কেহ যেন সিদ্ধান্ত না করেন। কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকই জঘন্য। অধিকাংশ লোকেই ঐরূপ গ্রন্থরচনায় ও পাঠে প্রবৃত্ত, ইহাও জাতীয় দুর্গতির পরিচায়ক। জীবনচরিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতি ইত্যাদি বিষয়ক কতকগুলি সুন্দর সুন্দর পুস্তক আছে। কতকগুলি সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কেবল কয়েকখানি পুস্তক পড়িলে বা "তিনি হন উপরে" ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ টীকা ও তাহার ইংরাজি বা একপাত অর্থনীতি পড়িলেই স্ত্রীশিক্ষা হইল না।

যাঁহারা গৃহের লক্ষ্মী ও প্রকৃতি, যাঁহাদিগকে ঈশ্বর আমাদের ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের রন্ধন, গৃহস্থালী, শুশ্রূষা, শিশুপালন ও ধাত্রীবিদ্যা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে জানা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত কিছু কিছু ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক জানা আবশ্যক। বালক ও বালিকা-

দের শৈশবাবস্থাতে বা তাহার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত মানসিক ভাবের বা শারীরিক কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; সেইজন্য উভয়েরই শিক্ষা প্রথমতঃ বা অনেক দূর পর্য্যন্ত সাধারণ বিষয়ে এক প্রকারই হইতে পারে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহাদের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তেমনি সেই সময় হইতে তাহাদের শিক্ষাও ভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত। রন্ধন, গৃহস্থালী, শুশ্রূষা, শিশু-পালন, ধাত্রীবিদ্যা, সঙ্গীতাদি শিক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। প্রত্যেক মনুষ্যেরই আকৃতি ও রুচি ভিন্ন প্রকার; সেইজন্য ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন থাকা আবশ্যক। রমণীদিগকে পুরুষাপেক্ষা শীঘ্র জীবনে প্রবিষ্টা হইতে হয়। অতএব জীবনে যাহা বেশী আবশ্যক, সেই সকল বিষয় তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। চিত্র-কার্য্য ও সূচীকার্য্যও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডে স্থানে স্থানে রমণী-বিদ্যালয়ে "cooking class" আছে। তথায় রন্ধন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেবল বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষার্থ ভাল ভাল পুস্তকের অভাব আছে বলিয়া ইংরাজী শিক্ষা করা দরকার। কিন্তু সামান্য ইংরাজীর অনুরোধে অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান ও মাতৃভাষার অভিজ্ঞতা হারাণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে জাত প্রাকৃত ভাষা। অতএব বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে উহার মূলভাষা সংস্কৃতের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। ২য় বিদ্যালয় ইত্যাদি—বালকদের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ের যেমন প্রয়োজন অন্তঃপুরস্থা মহিলাদের শিক্ষার্থেও উহার তেমনিই প্রয়োজন। বিদ্যালয় ব্যতীত পৃথক্ পৃথক্ সুশিক্ষয়িত্রী পাওয়া দুর্লভ। আর বিদ্যালয়ে পাঠ করিলে সমপাঠিকাদের সহিত সহানুভূতি জন্মে এবং সময়ের মূল্য, নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে ও শিষ্টাচার শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বকালে যবনদের অত্যাচার হইতে রমণীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে অবরোধপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনেকস্থলেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতিবন্ধকস্বরূপ। ঐ প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে বলিয়া অনেকে রমণীদিগকে বিদ্যালয়ে, বিশেষতঃ যেখানে পুরুষ শিক্ষক আছে এরূপ বিদ্যালয়ে জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য পাঠাইতে অনিচ্ছুক।

(ক্রমশঃ।)

ভুত না মানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কে কাহাকে এইরূপ ভাবে হত্যা করিল? নিশ্চয়ই কোন নৃশংস ঘৃণিত হস্তে অতিশয় কৌশলের সহিত একার্য্য সাধন হইয়া থাকিবে। তিনি দেখিলেন, আবেশভরেই যেন তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত রহিয়াছে। ললাটে গভীর বিষাদ-রেখা অঙ্কিত, অথচ অধরে যেন এখনও হাস্যরেখা প্রকটিতই রহিয়াছে, যেন এখনো গণ্ডের প্রফুল্লতা দুরীভুত হয় নাই।

এই সাংঘাতিক ঘটনায় হতভাগা পথিকের সৌভাগ্য-নাট্যভূমে গভীর যবনিকা পতিত হইল। তিনি ক্ষণকাল বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগ্নীর মৃতদেহ শরীরের সহিত বন্ধন করিয়া অশ্বারোহণে চলিতে লাগিলেন। তখন আকাশে মেঘস্তরের ভিতর একটী মাত্রও শান্তোজ্জ্বল তারকা দেখা যাইতে ছিল না। পথিক চলিলেন, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-আলোক তাহার পথ দেখাইতে লাগিল। তখন আর তাঁহার মনে সেই বালিকার সুন্দর মুখ এবং অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা কিছুই স্থান পাইতে ছিল না। এই অরণ্যের দেড় ক্রোশ অগ্রে এক কুটীরে কামিনী বাস করেন; তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বার পথিকের জন্যই রাত্র দিন মুক্ত।

আমাদের পথিক এই কুটীরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শবদেহ বস্ত্রাবৃত ছিল। কুটীরবাসিনী রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি"?

পথিক একটী স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া কুটীরবাসিনীর হাতে দিলেন।

রমণী—আমি আতিথ্য পালন করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করি, কিন্তু কখনো কাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করি না।

পথিক—আমি একটী কার্য্যের ভার আপনাকে দিব, তাহাতে কিঞ্চিৎ র্থের প্রয়োজন হইবে, অতএব এ অর্থ আপনি গ্রহণ করুন।

রমণী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

পথিক—এই বস্ত্রাবরণের মধ্যে একটী রমণীর মৃত দেহ রক্ষিত আছে।

মৃতদেহের কথায় রমণী কাঁপিয়া উঠিলেন।

পথিক কয়েকটী ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিলেন, এই সব ঔষধ ক্রয় করিয়া একটী তেল প্রস্তুত করিতে হইবে, ও সেই তেলের ভিতর এই মৃত দেহ ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং এইরূপ করিলে মৃত দেহ সজীবের ন্যায় রহিবে।

আপাততঃ আমি একটী জরুরী কর্ম্মে গমন করিতেছি, কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইহার সংকার করিব মনস্থ

করিয়াছি। রমণী প্রথমে পথিকের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, পশ্চাৎ তাহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল, কারণ পথিকের মুখাবলোকন করা পর্য্যন্ত তাহার মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতেছিল, যেমন কে তুমি কদম্বতলে কালীয়া কি কালিকা?

কুটীরবাসিনীর কুটীরের নীচে ছোট একটি গুপ্ত ঘর ছিল। রমণী মাটী খুঁড়িয়া একটি বৃহৎ প্রস্তর বাহির করিয়া গুপ্ত গৃহের দরজা মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং পথিককে শব লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিয়া, স্বয়ং আলো লইয়া চলিলেন। পথিক মৃদু আলোর সাহায্যে সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে তাঁহারা সেই গুপ্তঘরে প্রবেশ করিলেন।

পথিক রমণীর ইঙ্গিতানুসারে শবদেহ ভূমিতলে রাখিয়া, ক্ষুন্ন মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সেস্থলে দেখিবার উপযুক্ত কিছুই ছিল না। ছিল কেবল দেওয়ালের গায়ে এক খানি চিত্রপট ঝুলানো। পথিক অনন্য মনে চিত্রপট খানি ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিবা মাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহার বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয় আলোড়িত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই চিত্রপটের উপর একটী গোময়মণ্ডিত সংমার্জ্জনী সংলগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু সে সব দেখিবার অথবা ভাবিবার আর তাঁহার সময় হইল না, ভগ্নীকে আর একটীবারমাত্র দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি শবদেহের বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিলেন, সেই সময় সেই স্থলে আর একটী ঘটনা সংঘটিত হইল। কুটীরবাসিনী রমণী পুনঃ পুনঃ শবদেহ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইল, চক্ষু স্থির হইল, হৃদয় কাঁপিতে আরম্ভ করিল এবং তিনি অচেতন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন কিন্তু পথিকের যত্নে ও শুশ্রূষায় অল্পক্ষণে তাঁহার জ্ঞানলাভ হইল। পথিক তাহার নিকট বিদায় হইয়া শীঘ্রই গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন গন্তব্যস্থানে পঁহুছিলেন তখন প্রভাতের শীতল বায়ু বহিতেছিল। পথিক একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে প্রণাম করিলেন। গৃহস্বামীও ব্যস্ত হইয়া আপন আত্মীয় স্বজনের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহস্বামীর নাম ইন্দ্রমৌনী। পথিক ইন্দ্রমৌনীর নিকট আপন আগমন বার্ত্তা সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। সেই সঙ্গে পথের ঘটনাগুলিও আনুপূর্ব্বিক কহিলেন, কেবল তিনি যে সেই সুন্দরী বালিকার রূপে আপন মনটী হারাইয়াছিলেন, তাহাই গোপন করিলেন। পথিকের প্রমুখাৎ একটী ভীষণ সংবাদ শ্রুত হইয়া ইন্দ্রমৌনী ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। পরে ক্রোধের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে অঙ্গারমধ্যস্থিত অগ্নিবৎ ঘন ঘন বায়ুরূপ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পথিকের

বদন মলিন হইলেও তেজঃপূর্ণ। তিনি ইন্দ্রমৌনীকে পুনঃ প্রণত হইয়া কহিলেন, "শীঘ্র উপস্থিত কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হউন। আর সময় নাই, কারণ পথিমধ্যে আমার অনেক সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা মহাশয়কে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করাইয়াছি। পথিক এই বলিয়া পুনরায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তিনি দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত পথ চলিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ বিপদসঙ্কুল স্থানে বিশ্রাম করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তৎকালে শ্রীপঞ্চমীর উৎসবে দেবী-গ্রামবাসিগণ উন্মত্ত ছিল। ফল্গুর লোহিত রঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। দশজন বিশ্বাসী প্রতিবেশীকে সঙ্গে করিয়া ইন্দ্রমৌনীও রওয়ানা হইলেন। ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিরাজিত অনন্ত আকাশ, নিম্নে নদ-নদী-বৃক্ষ-বল্লরী ও অগণ্য জীব পরিপূর্ণ ভূতধাত্রী ধরিত্রী সকলে একত্র হইয়া সে সময় ইন্দ্রমৌনীর হৃদয়ে শত ধারায় বিষ বর্ষণ করিতেছিল।

ওঁ তৎসৎ

"ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ ॥
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥"

"পরহিতে ধন প্রাণ, যেইজন করে দান, তাহাকেই এ জগতে বুদ্ধিমান্ বলি।
চিরদিন এই ভবে, ধন প্রাণ নাহি রবে, সুকার্য্যে সঁপিলে তবে সার্থক সকলি ॥"

নিমতা সনাতন-ধর্ম্ম-সাধিনী সভা।
স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগান্তর্গত, মহাকালী পাঠশালার শাখা
নিমতা হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়ের
সাহায্যার্থ আবেদনপত্র বা,

ভিক্ষা।

বিহিত সম্মান পুরঃসর বিনীত নিবেদন—

মহাশয়, নিমতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী হিন্দু সাধারণকে সনাতন ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইতে শিক্ষা দান, এবং তৎসাধনভূত যাবতীয় বৈধ ও সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান ও সহায়তা করণোদ্দেশে উল্লিখিত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য, এই সভা বিভিন্ন বিভাগ সকলে বিভক্ত থাকিবার নিয়ম আছে। যথা :—সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব-আলোচনা, শাস্ত্র শিক্ষা, নীতি শিক্ষা,

সদুপদেশ দান ও নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের বৈধ মঙ্গল সাধনে সহায়তার জন্য তত্ত্ব-বিভাগ; সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্য সাধারণ-শিক্ষা-বিভাগ; চিকিৎসালয় স্থাপন, স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন, দীন দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ঔষধ পথ্যাদি দান প্রভৃতি জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগ; শিল্পাদির উন্নতির জন্য শিল্প বিভাগ; বালিকাগণকে সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবে সুশিক্ষা দান জন্য স্ত্রী শিক্ষা বিভাগ; প্রভৃতি।

এই সভায় স্বদেশানুরাগী ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ও সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই যথা-যোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সকলেরই স্ব স্ব অভিরুচি মত বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিবার সুবিধা ও অধিকার আছে। স্ত্রীলোকগণ কেবল স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে সভ্যা হইবেন, এবং বিভিন্ন বিভাগ সকল, সভার মস্তক স্বরূপ তত্ত্ববিভাগের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবেন; সভার গঠন এইরূপ।

বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের ২২এ অগ্রহায়ণ তারিখে উক্ত গ্রামে এই সভার মূল স্বরূপ তত্ত্ব-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছু দিন পরে ১৩১৫ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে উক্ত তত্ত্ববিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে কতকগুলি গ্রাম্য ভদ্র মহিলা সমবেত হইয়া একটী স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগ গঠিত করেন। এবং আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতেছি যে তাঁহাদের আগ্রহে ও যত্নে এখানে "নিমতা হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়" নামে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু মহিলাগণের সাহায্যে, সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবে, হিন্দু বালিকা শিক্ষার উপযোগী এরূপ বিদ্যালয়, ভারতে এক অভিনব সামগ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই অধঃপতিত আর্য্য জাতির ও ভারতের অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, ভারতরমণীগণকে জগতের আদর্শ রমণীরূপে সুশিক্ষিত করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, একথা বোধ হয় কোন শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। তদ্ভিন্ন, পুরুষগণের কার্য্যভার যেরূপ গুরুতর ও বিস্তৃত, তাহাতে রমণীগণ তাঁহাদের কন্যাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলে, তাহা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, তাহা বলা যায় না। আর্য্য নারীর হৃদয় স্বভাবতঃ অতি পবিত্র এবং দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, পরোপকার প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণরাশির আধার; তাহাতে আবার তাঁহাদের ধর্ম্মাত্মা ও সদ্‌-বুদ্ধি সম্পন্ন পতি পুত্রাদিগণের উৎসাহ ও আনুকূল্য পাইলে, অচিরে যে তাহা সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া, অতি মনোহারিণী শোভা ধারণ ও দেবগণ-মনোহর সুবিমল পরিমলে জগৎ আমোদিত করিয়া ফেলে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রধানতঃ গ্রামবাসিনী কয়েকজন ভদ্র মহিলার সাহায্যে বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইলেও, গ্রামবাসিনী সাধারণ রমণীগণ অধিকাংশই দরিদ্রা। তদ্ভিন্ন, বালিকা-

দিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উহার নিজস্ব একটী গৃহ নাই। তদুপরি শিক্ষকদিগের বেতন, বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ ও অন্যান্য বিশেষ আবশ্যকীয় অনেক ব্যয়াদি আছে। এরূপ অবস্থায়, কেবল মাত্র গ্রামবাসিনীগণের সাহায্যে বিদ্যালয়টী রক্ষিত হওয়া একান্ত অসম্ভব। সেইজন্য আমরা আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির শরণ লইতে বাধ্য হইলাম। সৎকর্ম্মে সাহায্য দান, পুণ্য-সাপেক্ষ। উহা কখনই যে কোন ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। বিদ্যালয়টী রক্ষার জন্য যথোচিত মাসিক সাহায্য এবং উহার গৃহ নির্ম্মাণ জন্য অন্যূন ১৫০০ দেড় সহস্র টাকার আবশ্যক অনুমান করা হইয়াছে। অতএব একান্ত ভরসা, আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি, এবম্বিধ মহৎ কার্য্যে আপনার পরিবারভুক্ত মহানুভব রমণী-গণের গৌরববর্দ্ধক ও তাঁহাদের মহীয়সী দেবী প্রকৃতির পরিচায়ক, উপযুক্ত বদান্যতার পরিচয় দর্শাইতে কখনই বিরত হইবেন না।

সভার স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগের প্রচারিত উক্ত বিভাগীয়া সম্পাদিকার স্বাক্ষরিত মুদ্রিত স্বতন্ত্র আবেদন পত্র ও সভার বিগত বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পুস্তিকা জননী সমীপে পাঠার্থ ছাপান হইয়াছে। এবং আমরাও আজ তাঁহার অবোধ সন্তানের ন্যায় কাতর ভাবে, মায়ের নিকট, আমাদের অমূল্য বিদ্যালয়টীর রক্ষার জন্য ক্রন্দন করি-তেছি। স্বভাব-করুণ-বিগলিত হৃদয়া মা, রমণীকুলের গৌরব বৃদ্ধিকর আমাদের এমন সুসঙ্গত আবদারে কর্ণপাত করিবে না কি? মা, শাস্ত্রে তোমায় সাক্ষাৎ ভগবতীরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মা, তোমার অনন্ত কোটি সন্তানকে তুমি অকাতরে চতুর্ব্বর্গের ফলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক, আর মা, আমাদের এই ক্ষুদ্র বাসনা পরিতৃপ্ত করিবে না? না, তাহাত কখনই হইবে না! আমরা ত মা, কিছুতেই শুনিব না! মা, তুমি ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে, অবিশ্বাসীর নিকট ইহা মিথ্যা হইলেও, আমাদের নিকট ইহা জলন্ত সত্য। সত্যের পরীক্ষা উপস্থিত, দেখিব মা, তোমার ইচ্ছা কি। সন্তানের আব-দার তুমি শুনিবে কি না!! তুমি যথার্থই দয়াময়ী মা কি না।!! ইতি

একান্ত বশম্বদ,

শ্রীহরিকুমার রায় চৌধুরী (সম্পাদক)

মহাজন-চরিত, জন ফ্রেডরিক ওবার্লিন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

বন্ধুর পর্ব্বত গাত্রোপরি অবস্থিত এই গ্রামে প্রায় এক শত ঘর গৃহস্থ বাস করিত। পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বদেশ অতি দুরারোহ। তথা হইতে বারিস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইত, এবং তৎসঙ্গে জীব সকলকে ভাসাইয়া লইয়া মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ করিত। তুষাররাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া কখনও সেই প্রস্তরময়ী ভূমিকে কঠিন আবরণে আবৃত করিত, কখনও বা উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া সম্মুখস্থ প্রদেশ ভাসাইয়া লইয়া যাইত। প্রায়ই পর্ব্বত-গাত্র হইতে প্রস্তরাদি সহিত মৃত্তিকাস্তূপ সকল স্থানচ্যুত হইয়া পড়িত। গ্রামে পথ ছিল না বলিলেই হয়। যাহাও ছিল, তাহাও সংস্কারাভাবে শোচনীয় দশাপন্ন এবং শীতকালে একেবারে অগম্য হইত। ষ্ট্রাস্‌বর্গ নগর তথা হইতে ১৩ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইলেও তথায় গমনাগমন মহা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। গ্রামবাসিগণ নিতান্ত দারিদ্র্য ও অলস স্বভাববশতঃ অনেক সময় খাইতে পাইত না। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ষ্টুবার তথাকার ধর্ম্মোপদেশক নিযুক্ত হন। তিনি তথায় আসিয়াই স্থানীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্ব লইলেন এবং বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিলেন যে হীনবেশ ও মলিনদেহ কতকগুলি বালক একটী জঘন্য গৃহে বসিয়া গোলমাল করিতেছে। "ইহাদের শিক্ষক কে?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার সহচরেরা সেই গৃহের কোণে শয়ান এক দীন বৃদ্ধের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। ষ্টুবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনিই কি শিক্ষক?" উত্তর। "হাঁ মহাশয়।"

ষ্টুবার। "আপনি বালকদিগকে কি শিক্ষা দেন?"

শিক্ষক। "কিছুই না মহাশয়"।

ষ্টুবার। সে কি, কিছুই শিখান না?

শিক্ষক। "আজ্ঞে, আমি যে নিজেই কিছু জানি না।"

ষ্টুবার। তবে শিক্ষক হইলেন কিরূপে?

শিক্ষক। "আজ্ঞা, পূর্ব্বে আমি এই গ্রামে শূকর চরাইতাম, কিন্তু বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া সে কার্য্যে অক্ষম হওয়াতে গ্রামবাসিগণ আমাকে আপনাদের সন্তান-গণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন।"

ওয়াও বাস গ্রামে আসিয়া ওবার্লিন এক ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিন চারিটী প্রকোষ্ঠ ছিল এবং সম্মুখে কয়েক হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র একটী উদ্যান ছিল। তিনি অবিলম্বেই স্বীয় যজমানগণের সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাহাদের ঘোর দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের দশটী সন্তান ছিল। কিন্তু তাঁহার এমন

সঙ্গতি ছিল না যে তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে এক এক যোড়া চর্ম্মপাদুকা ক্রয় করিয়া দেন। কেবলমাত্র ৫ যোড়া কাষ্ঠ পাদুকা ছিল। তাহাই তাহারা পর্য্যায়ক্রমে পরিধান করিত। সুতরাং অবশিষ্ট পাচ জনকে সেই শীতপ্রধান দেশের বরফাবৃত স্থানে রিক্তপদে বিচরণ করিতে হইত। গ্রামবাসিদিগের মধ্যে যাহারা নিতান্ত দরিদ্র ছিল, তাহারা অপর খাদ্যাভাবে তৃণ বা মূল সিদ্ধ করিয়া আহার করিত। এইরূপে ক্ষুধার জ্বালায় কত লোক বিষাক্ত উদ্ভিদ না জানিয়া ভোজন করিয়া প্রাণত্যাগ করিত। পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ধর্ম্মযাজক সেই গ্রামে প্রথমে আলুর চাষ প্রচলিত করেন। কিন্তু গ্রামবাসিগণ কৃষিকার্য্যের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি না জানাতে, সে আলু ক্রমে নিকৃষ্ট ও অখাদ্য হইয়া উঠে। উৎপন্ন আলুর পরিমাণও অতি অল্প হইত। ওবালিন নগর হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় আলুর বীজ আনয়ন করিলেন এবং উপযোগী সার প্রয়োগাদি দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ সাধনের উপায় ও বীজের উৎকৃষ্টতা রক্ষার কৌশল শিক্ষা দিয়া কৃষকদিগকে যথেষ্ট সুন্দর আলু উৎপাদন করিতে শিখাইলেন। সে গ্রামের বালুকাপ্রধান ভূমি ঐ চাষের বিশেষ উপযোগী হওয়াতে এত অধিক আলু জন্মিতে লাগিল যে তত্রত্য লোকের সর্ব্বপ্রকার অভাব পূরণ করিয়া অনেক পরিমাণ উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল। তখন প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আলু কিরূপে ষ্ট্রাসবর্গ নগরে বিক্রয় করিয়া প্রজারা লাভবান্ হইতে পারে, ওবালিনের মনে এই চিন্তা উদিত হইল। কিন্তু ষ্ট্রাসবর্গ নগরে যাতায়াত কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এমন কি শীতের কয়েক মাস প্রায়ই লোকের এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া আসা অসাধ্য হইত। ইহার প্রতিবিধানার্থ ওবালিন প্রথমেই প্রস্তর সমূহ দ্বারা পথ বাঁধাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ষ্ট্রাসবর্গ পর্য্যন্ত একটী ভাল রাস্তা হইলে কত দূর সুবিধা হইবে, ইহা প্রজাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তিনি বলিলেন,—"দেখ রাস্তা না থাকাতে তোমরা বৎসরের মধ্যে ছয় মাসেরও অধিক কাল তুষারবৃষ্টির উৎপাতে নিজ নিজ গ্রামে অবরুদ্ধ হইয়া থাক। কিন্তু এই রাস্তা নির্ম্মিত হইলে তোমরা নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য অনায়াসে অন্য স্থানে বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। এখন তোমরা কত প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে কষ্ট পাও। ষ্ট্রাসবর্গ ও মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য জনপদে সে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও গমনাগমনের অসুবিধাপ্রযুক্ত তাহা পাও না। ভাবিয়া দেখ এই পথ প্রস্তুত হইলে তোমরাও তোমাদের সন্তানগণ কত প্রকারে সুখী হইতে পারিবে।" কিন্তু ওবার্লীনের এইরূপ উপদেশ কার্য্যকর হইল না, গ্রামবাসিগণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার পরামর্শে কর্ণপাত করিল না। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

মহিলা উকীল—মিস্ বি, এ, ইঞ্জিনীয়ার নাম্নী একটি পার্শী মহিলা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারশাস্ত্রের পরীক্ষায় এল, এল, বি উপাধি লাভ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। মিস্ এঞ্জিনীয়ার এম, এ, পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণা। মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজীর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন, ইনিও বহুদিন পূর্ব্বে বিলাতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। কিন্তু ব্যারিষ্টারী করিবার সম্মতি পান নাই।

ভারতের বিখ্যাত কহিনুর হীরক এক্ষণে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের শোভা সম্পাদন করিতেছে এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার হীরকখনি হইতে এক সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হীরক পাওয়া গিয়াছিল। খনির স্বত্বাধিকারী মহাশয় আমাদের মৃত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডকে হীরকটী উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। এই হীরক এতদিন কালীনানা নামে পরিচিত ছিল, পৃথিবীতে উহার ন্যায় বৃহৎ ও নির্ম্মল হীরক আর দেখা যায় নাই। মৃত সম্রাটের আদেশে এক্ষণে এই হীরকটীকে দুই খণ্ড করা হইয়াছে। উহার বৃহৎ অংশ "সেপটার" বা রাজদণ্ডে খচিত হইয়াছে। এবং অন্য অংশটী কহিনুরের সহিত রাজমুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। মৃত সম্রাট্ এই নূতন হীরকমণ্ডিত মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সম্রাট্ দীর্ঘকাল এই মুকুট মস্তকে ধারণ করুন এই আমাদিগের বাসনা। এই হীরকের বর্ত্তমান নাম হইয়াছে আফ্রিকার তারা (Star of Africa)।

কলিকাতায় ওড়া কল—কলিকাতায় ওড়া কলের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব প্রথম পরীক্ষার দিন মিসেস্ এন্ সি সেন (রাণী মৃণালিনী) উড়িয়াছিলেন।

সৎকার্য্যে নারী-নিয়োগ—ফরাসী দেশের সামরিক বিভাগে একজন ফরাসী স্ত্রীলোক মূর্খ সৈন্যদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। একার্য্যে ইনিই প্রথম নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কারুশিল্প—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে হস্তনির্ম্মিত কারুশিল্প কত আছে, ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী বিশ্বাসযোগ্য তালিকা সংগ্রহের প্রস্তাব করিয়াছেন।

সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সম্প্রতি বিলাতে ভারত-সচিব লর্ড ক্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিলাতে ও আমেরিকার ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সুনীতি কলেজ ও পরীক্ষার ফল।

বিগত দুই বৎসর হইতে আমাদের মাননীয়া কুচবেহার মহারাণীর অভিপ্রায়ানুসারে সুনীতি-কলেজে নূতন প্রণালীতে শিক্ষাদান চলিতেছে। পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের বিভাগীয় পরীক্ষানুযায়ী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া হইত। বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা একই ছিল। বর্ত্তমানে নূতন প্রণালীতে বালিকাদিগের শিক্ষোপযোগী বিষয় সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কুচবেহার কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক ও অপরাপর শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই নূতন প্রণালীতে সুনীতি কলেজে এখন ইংরাজী-বাঙ্গালা উচ্চ প্রাথমিক ষ্টাণ্ডার্ড ও ইংরাজী-বাঙ্গালা নিম্ন প্রাথমিক ষ্টাণ্ডার্ড পরীক্ষা নামে দুই প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসে উভয়বিধ পরীক্ষা গৃহীত হইয়া নিম্নলিখিত বালিকাগণ পরীক্ষায় খুব ভালরূপে উত্তীর্ণা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশা ও উৎসাহজনক যে পরীক্ষাস্থানে যে নয়টী বালিকা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে।

পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের নাম।

কুমারী শৈলবালা সেন
" সরযূবালা গুপ্ত
" সুকুমারী সাহা
" চারুবালা দেবী
কুমারী কিরণবালা সরকার
" গিরিবালা রায়
" লক্ষ্মীময়ী দেবী
" নলিনীবালা দাস
" কিরণবালা দাস গুপ্ত

যে বালিকাটী নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, সে মাসিক দুই টাকা হিসাবে দুই বৎসর বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

সুনীতি কলেজে নূতন প্রণালী অনুযায়ী মধ্য ইংরাজীর সমস্থানীয় শ্রেণী এখনও খোলা হয় নাই। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে নিম্নলিখিত তিনটী বালিকা প্রাইভেট শিক্ষা লাভ করিয়া বিভাগীয় পরীক্ষার সঙ্গে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে।

পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের নাম।

কুমারী খনা নাইটিঙ্গেল মজুমদার
" উষাবালা সেন
" চারুবালা সেন

উপরোক্ত তিনটি বালিকার মধ্যে কুমারী খনা নাইটিঙ্গেল সমস্ত কুচবেহারের মধ্যে বালকদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কুচবেহারে দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। মহারাজা ও মহারাণী এ শিক্ষায় খুব পক্ষপাতী ও মুক্তহস্ত।

বামারচনা।

বাসনা।

বাসনা সতত মনে আত্মীয়-স্বজন-গণে
পড়ুন লুটায়ে তব সুধাস্নিগ্ধ পদে,
পাপে, তাপে, প্রলোভনে, রোগে, শোকে, দুরদিনে,
জুড়ান সে শান্তি-স্বর্গে সম্পদে বিপদে।
মম দেশবাসিগণ চিনিয়া অনন্ত ধন
ব্রহ্ম-অগ্নি মন্ত্রপূত হো'ন জনে জনে,
কর্ম্মক্ষেত্র তীর্থ যত হোক পুণ্য, হোক পূত,
হো'ক পূর্ণ মনোরথ প্রেমের মিলনে।
পরাণের অতি প্রিয় সমাজে অস্পৃশ্য হেয়
ভাই-বোন অপ্রমেয় অজ্ঞান ভেদিয়া,
প্রেম-ভকতিতে ভরি জয়ী হোন সর্ব্বোপরি
তুমি যে দীনের বন্ধু, তোমারে পূজিয়া।
বিশ্ববাসী ভ্রাতা ভগ্নী পরি হৃদে প্রেমমণি
ভুলে যান রণতৃষা অতি তুচ্ছ ক্ষুধা,
একের প্রেমেতে গলে একের(ই) সন্তান বলে
পরস্পর প্রীতিদানে জুড়ান বসুধা।
বিশ্বপ্রেমে কন্যাপুত্র হয়ে আহা সুপবিত্র
কালেতে সঁপুক পদে তরুণ যৌবন
তোমার(ই) সেবাতে ভবে যাচুক জীবন সবে
তোমারি অমৃতে বিভো! হোক নিমগন।
যে যে কাজে যায় যাক বিশ্বে ব্রহ্ম নাম গাক
ব্রহ্মগুণ-পরিমলে ভরুক ভুবন,
ধরম-প্রচার কিম্বা করুক স্বদেশ-সেবা
যতী, ভিক্ষু, গৃহস্থ বা ভক্তি সার ধন।

যাহাদের পুণ্য স্মৃতি নিয়ত ঢালিছে প্রীতি
মরমে রেখেছে ভরি বিমল সৌরভে,
পবিত্র যে পুষ্পসবে তুমি প্রভো! প্রীত হবে
ভাবিয়া অঞ্জলি দি'ক আনন্দে-গৌরবে;
জীবন-তরুর ফুল স্বর্গস্থ সে শিশুকুল
অর্ঘ্যসম পরশি ও চরণপল্লবে,
নব বিকাশেতে ভরি হাসিয়া উঠুক হরি!
তোমা হেরি তুচ্ছ করি বিচ্ছেদ-বিপ্লবে।
কোমল সে হিয়াগুলি আহ্লাদে আপনা ভুলি
সাধুক তোমায় (ই) প্রীতি-ভকতিতে গলে,
বিপন্ন সে আত্মাকুলে সেবুক হৃদয় খুলে
স্বর্গীয় দূতের সম বিজনে বিরলে।
স্নেহেতে ভরুক স্বর্গ পুলকিত পিতৃবর্গ
যত মম দেবতারা হউন সম্প্রীত,
সবাকার আশীর্ব্বাদে নাথ, তব পরসাদে
(ভক্ত শিশুমণি ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত)
অহেতুকী ভকতিতে হউক প্লাবিত।
বাসনা—পতির সনে প্রণমি ও শ্রীচরণে
দুইটী মিলিত নদী সাগর-সঙ্গমে,
জাহ্নবী যমুনা মত বয়ে যাই অবিরত
চরম গতির পানে প্রশান্ত মরমে।
গৃহ হোক পুণ্য স্বর্গ প্রেম ভক্তি তীর্থবর্গ
রাজুক তাহার ক্রোড়ে তোমা হৃদে ধরে,
সে অমৃত শিশুগণ ভোগ করি অনুক্ষণ
ফুটিয়া উঠুক তব নৈবেদ্যের তরে।
আরো সাধ উঠে জেগে সম্মিলিত অনুরাগে

সোদর-সোদরা সবে গাহি তব গাথা,
যেখানে যাইনা আমি ওই নাথ শুনি স্বামী
সবে মোর তব প্রেমে হোক মাথামাথা।
নিজে সূর্য্যমুখী সম ওগো, প্রেমরবি মম
তব পানে চাহি যেন প্রতিক্ষণ রই,
তব প্রীতি মোর স্বর্গ, তব প্রীতি চতুর্ব্বর্গ
জানিনা যেনগো আর তব প্রীতি বই।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

প্রার্থনা।

(১)

প্রণমি তোমারে দেব! অজ্ঞাত সুন্দর,
জগত নমিছে পদে যুগ যুগান্তর।
সকল পৃথিবী শুদ্ধ,
তোমার নামেতে স্তব্ধ
তুমি নাকি সবাকার প্রাণের ঈশ্বর,
প্রণমি তোমারে দেব! অজ্ঞাত সুন্দর।

(২)

নমামি তোমারে বিভু অনন্ত মহান্,
জলে, স্থলে, গৃহে, বনে, তুমি বিদ্যমান।
সংসারে সারের সার,
তুমি ব্রহ্ম নিরাকার,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, তোমার বাখান,
কি বলিব? দেব! তুমি অনন্ত মহান্।

(৩)

নমি আমি তব পদে ত্রিলোক প্রধান।
সমগ্র মানবজাতি তোমার সন্তান।
তোমাতে পাতাল ক্ষিতি,
তুমি স্বর্গ, তুমি স্থিতি,
তোমাতে প্রলয় সৃষ্টি, তুমি মহাপ্রাণ,
সকলি তোমাতে, তুমি ত্রিলোকপ্রধান।

(৪)

বন্দনা করিহে তোমা প্রভু ভগবান্,
আমার হৃদয়ে তুমি হও অধিষ্ঠান।
তুমি আমি নহি পর,
তুমি মম প্রাণেশ্বর,
প্রতিষ্ঠিত হও হৃদে ওহে শক্তিমান্!
বন্দনা করিহে তোমা প্রভু ভগবান্!

(৫)

এই ভিক্ষা মাগি পদে অখিলের স্বামী!
তোমাতে ডুবিয়া রই যেন সদা আমি।
তোমারে হৃদয়ঙ্গম,
করিতে যে শক্তি মম
আবশ্যক, মোরে তাহা দান কর তুমি,
ভিক্ষা পূর্ণ কর মম অখিলের স্বামী!

শ্রীসরযূ সেন।

নবজাত শিশুর প্রতি।

সুন্দর প্রভাতকালে স্বরগের দ্বার খুলে
নেমে এল ধরাতলে একটী রতন।
অমর নগর হতে শোকতপ্ত সংসারেতে
এলি যদি আয় তবে সাধনার ধন!

প্রস্ফুটিত পদ্মসম　　মুখ তব নিরুপম
স্বর্গীয় ভূষণে অঙ্গ ভূষিত তোমার।
হীরা মণি দূরে ফেলে তোমারে লইব কোলে
এর চেয়ে সুখ যাদু! কি আছে আমার?
দেব-আশীর্ব্বাদী ফুল　ধরাতলে নাহি তুল
কি দিয়ে উপমা দিব! বকুল তোমারে।
নাহি জান হিংসা-দ্বেষ　নাহি মলিনতালেশ
হাসিয়া হাসিয়া সুখী করিছ সবারে।

আজি এ আনন্দ দিনে　বড় প্রফুল্লিত মনে
দিতেছি এ উপহার বকুল! তোমায়।
কিবা দিব আমি আর এ ক্ষুদ্র স্নেহের হার
সাদরে বকুল! তুমি পরিও গলায়।
জগদীশ! তব পদে এই নিবেদন,
তোমারি প্রস্থনে তুমি রক্ষ অনুক্ষণ।

আশীর্ব্বাদিকা—মাসিমা।
কুমারী অমিয়া গুপ্ত।

সত্য না স্বপন!

যেন কোন স্বপনের ঘোরে
দেখিলাম মেলিয়া নয়ন,
নিরজন উপবন　মরি কিবা সুশোভন
যেন কি অমৃত সরে ভাসিল জীবন।১।

কুসুম-কলিকা থরে থরে
ফুটি সেই কানন-ভিতরে
মৃদুল পবনে হাসি　ছড়ায়ে সৌরভরাশি
শান্তির অমিয় ধারা ঢালিল অন্তরে।২

মৃদুমন্দ বহে সুশীতল
মধুময় মলয় অনিল।
মুকুলিত বৃক্ষোপরে　হরষে পঞ্চম, স্বরে
গাহিল একত্রে শত সহস্র কোকিল।৩।

দেখিলাম স্বর্ণফুল প্রায়
শোভে তারা আকাশের গায়
সমুদিত পূর্ণশশী　হাসিয়া কৌমুদী হাসি
বিধৌত করিছে ধরা রজত ধারায়।৪।

সপ্তস্বরে সুললিত গান
জগত ছাপায়ে দিল তান।
সে গান শুনিয়া হায়!　কত সুধা বয়ে যায়
শিহরি উঠিল তায় এ নির্জীব প্রাণ।৫।

দেখিলাম যেন দেববালা
গলে দোলে মণিময় মালা।
বক্ষেতে রয়েছে তার　চারু শশী সুকুমার
স্বরগের সুধা কত চাঁদমুখে ঢালা।৬।

সেই ধনে আপনার বলে
তুলিয়া নিলেম হায় কোলে
না হ'তে পূরণ সাধ　রমণী সাধিল বাদ
কেড়ে নিল ভাসাইয়া নয়নের জলে।৭।

ফুরাইল সুখের স্বপন,
লুকাইল কুসুমকানন।
নাই কোকিলের তান, নাই সে ললিত গান
নাই আর সুবিমল মলয়-পবন।৮।

অস্তগত সুখের তপন
মেঘে ঢাকা হৃদয়-গগন।
জলবুদ্বুদের প্রায়　মুহূর্ত্তে লুকালো হায়!
ভাবি তাই একি সত্য অথবা স্বপন।৯।

এক বর্ষ গিয়াছে ত চলে'
তবে কেন মরমের তলে

সে মুখ পরাণে আসে সে হাসি মরমে ভাসে
কেন হই আত্মহারা সে ভাবনা-বলে।১০।
একা আমি এসেছি ত ভবে,
তবে কেন সে আমার হবে ?
তবে কেন তারি তরে ভাসি নয়নের নীরে
সেই ঢেউ হৃদয়েতে কেন বহে তবে?১১।
এখনও আছে হৃদে আঁকা
সে অতীত স্বপনের লেখা।
যেন প্রভাতের রবি ডগমগ লাল ছবি
আঁধার জলদে যেন বিজলীর রেখা।১২।
ভুলি নাই, সে বিধুবদন
ভুলিব কি থাকিতে জীবন ?
তথাপি সন্দেহ ঘোর কেন রে কাটেনি মোর
না পারি বুঝিতে একি সত্য না স্বপন।১৩।

শ্রীমনোরমা দেবী।

ব্যথিতা।

(১)

কত যুগ চলি গেছ তুমি—
মনে হয় সে দিনের কথা,
সেই বেল ফুল হাসি, ঢালিত সৌরভরাশি
মলয় পবনে সেই
কত মধুরতা!

(২)

মনে পড়ে—কত মধুমাখা
ছিল এই মাটির ধরণী,
প্রাণে ছিল সুখ শান্তি, নরদেহে দেবকান্তি,
বিশ্বব্যাপী ছিল সদা
বিশ্বের জননী!

(৩)

সে দিনে তো বুঝি নাই কভু
হেন দিন রবেনা আমার.
বুঝি নাই এই স্মৃতি, নি'জনে জপিব নিতি
অভাগীর অমানিশা
পোহাবেনা আর।

(৪)

আজি তুমি আছ কোন থানে
উজলিয়া চাঁদের কিরণ.
আমি যে তোমার লাগি যুগ যুগ আছি জাগি
জাগ্রত নয়নে দেখি
সে শুভ স্বপন!

(৫)

তোমা বিনা আজি ধরাতল,
শুধু জরা-মরণের দেশ,
শত বিভীষিকাময়, সতত ভাবনা-ভয়,
তোমা বিনা নাহি হেথা
আরামের লেশ।

(৬)

তুমি যদি না আসিলে ফিরে,
একা আর, পারিনা থাকিতে,
হেথা যে কিছুই নাই, আছে শুধু ভস্ম-ছাই,
এমন নিঠুর এরা
তা' যদি জানিতে!—

(৭)

আমি কত লাঞ্ছিতা দলিতা
অনাদৃতা সংসারের আজি—
তা' যদি জানিতে কভু স্বর্গবাস ছাড়ি তবু
আসিতে করুণাময়,
বীরবেশে সাজি!

(৮)

বোঝনা'তো কি ব্যথিতা আমি,
কেমনে ভাঙিছে ভাঙা বুক,
তথাপি যে আছি প্রাণে, সে শুধু তোমারি ধ্যানে,
মানস-মন্দিরে পূজি
ও পবিত্র মুখ।

(৯)

বড় সাধ—আর একদিন
বড় সাধ—আর একবার,
তেমনি শ্যামল সাঁঝে, নীরব নিরালা মাঝে,
মিশাইয়া হাসি-অশ্রু
প্রীতি তিরস্কার—

(১০)

মরমের লুকানো বেদনা
যেন তা' বলিতে পারি সব—
তাও কি কখনো হবে, কেই বা সে কথা কবে
অ-দৃষ্ট অদৃষ্ট লিপি
দেবতা নীরব!

শ্রী "বীরকুমারবধ"-রচয়িত্রী।

মহাপ্রয়াণ।

(পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়ের স্বর্গযাত্রা উপলক্ষে)।

(১)

আহা মরি! মরি! প্রকৃতি সুন্দরী,
সেজেছে কেমন প্রাণ মন-লোভা,
তারকাখচিত নীলাম্বর-শাড়ী,
পরিধানে আহা! হেরি কত শোভা।
আসিবেন দেবী বরষের পরে,
ভকতসন্তান সকলের ঘরে,
হেরিতে মায়েরে এ আশে সবাই
হয়েছে পুলকে ভোর।

(২)

দেবীসমাগম, বারতা প্রচারি,
বাজিছে বাজনা মধুর নিক্কণে,
যে পারে যেমন, সাজে মনোরম,
করে ছুটাছুটী প্রফুল্ল আননে।
সহসা হে পিতঃ! একি হায়! হায়!
সপ্তমী তিথিতে আবাহনী মায়,
চিরনিদ্রাগত হলে মাতৃক্রোড়ে
অকালে বিজয়া ঘোর।

(৩)

প্রণমিয়ে দেব! নিবেদি চরণে,
কেন আজি হায় করিছ প্রয়াণ?
বিজয়া দশমী, আজো রহে দূরে,
কেন যাও তবে কাঁদায়ে পরাণ?
বিশাল্যনভের দিবাকর সম,

তুমি যে দেশের প্রভা অনুপম,
তোমার অভাবে হবে যে আঁধার,
কে আলো জ্বালিবে হায়!

(৪)

কর্ম্মযোগী তুমি, সাধিতে সতত,
আপন সাধনা নীরবে গোপনে,
সুযশ-সুনামে, না ছিলে প্রয়াসী,
ধ্রুব লক্ষ্য ছিল শুধু ঊর্দ্ধ পানে।
ছিলনাক জানা মহেশ মতন,
কেবা তব পর কে তব আপন,
নিরখি হরষে সম স্নেহ চক্ষে
তুষিতে যে সবাকায়।

(৫)

সুখ, দুখ যত, সঁপি মার পায়,
হাসিয়া খেলিয়া অম্লান বদনে
সংসারসংগ্রামে, পশিয়া মানব
রাখি প্রাণ মন ধর্ম্মপথ-পানে—
কিরূপে জগতে লভে থাকে জয়,
দেখায়ে তুমি তা সারা বিশ্বময়,
মায়ের নিদেশ সমাপন করি
যাইছ কি মার ক্রোড়ে?

(৬)

তব মুখপানে, কাতরে চাহিয়া,
হের পিতঃ! কত রহে ভাইবোন,
তোমারে হারালে, কার কাছে তারা,
লভিবে আদর স্নেহ অতুলন?
তব বিদায়ের বিষাদ-তিমিরে,
আপনা আবরি অবনত শিরে,
কাঁদে যে ধরণী করি হাহাকার
ভাসে যে নয়নলোরে।

(৭)

সহসা একি গো! হেরিনু বিস্ময়ে,
নিজে ধর্ম্মরাজে পুষ্পরথ-পরে,
বাজাইয়া শাঁখ, যত দেববালা
আবাহনে দেবে জয়মালা করে।
মধুর দুন্দুভি বাজে সুধায়নে,
যত দেবগণ পুষ্প-বরষণে,
করে হে পুলকে প্রেম-আবাহন
ধন্য হে জীবন তব!

(৮)

বুঝিনু হে পিতঃ! দেবতাই তুমি,
তাই দেবপুরে করিছ প্রয়াণ,
পাপে তাপে ভরা এই বসুমতী
না হয় কখনও তব যোগ্য স্থান,
কাঁদিব না আর যাও অমরায়,
বিশ্বমাতা তোমা ডাকে আয় আয়,
লভ মার কোলে চির সুখ-শান্তি,
ভুলিব বেদনা সব।

(৯)

অবশেষে পিতঃ! মিনতি চরণে,
ভুলোনা হে দেব! তাপিত সন্তানে,
জীবনের মোর অন্তিম শয্যায়,
কোলে তুলে নিও ব্যথিতা বালায়।
"শিশির"-রচয়িত্রী।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 569. January, 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৬৯ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩১৭। জানুয়ারি, ১৯১১। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল-সমিতি—এবার কংগ্রেসের সময় এলাহাবাদে শ্রীমতী সরলাদেবীর তত্ত্বাবধানে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের এক অধিবেশন হয়। জাঁজিরার বেগম সাহেবা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রতাপগড়ের রাণী, ভুপালের বেগম, ভিজিয়ানাগ্রামের রাণী, কর্পুরতলার রাণী, কাম্বের বেগম, প্রভৃতি প্রায় সাত শত মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী এই সভায় বলেন যে, মানবজাতির উন্নতির জন্য নারীগণ চেষ্টা করিবেন। এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলই তাহার কেন্দ্রস্থল। আরও অনেকগুলি মহিলা এই সভায় বক্তৃতা করেন।

নারী সমিতি—বিগত ২৮এ ডিসেম্বর এলাহাবাদে নারী-সমিতির এক অধিবেশন হয়। এই সভায় ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ও কংগ্রেস—কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অভিনন্দন সহ সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণপ্রমুখ কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গের ডেপুটেসন গ্রহণ করিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ সম্মত হইয়াছেন। ৫ই জানুয়ারী বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়কে অভিনন্দন দেওয়া হইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হইবে তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

আমরা আপনার নিকট গভীর রাজভক্তি লইয়া উপস্থিত হইতেছি, ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে আপনি যাহা করিবেন সে বিষয়ে সহকারিতা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের জুবিলি

উপলক্ষে পরলোকগত সম্রাট্ যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহার মর্ম্ম অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা সম্প্রসারণ করিয়া ভারতবাসীদিগকে দেশের কার্য্য করিবার অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, ভারতবাসিগণকে বড় লাটের ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রি-সভার সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে এবং ভারত-সচিবের কমিটির মেম্বর করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসিগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা রাজার অভিপ্রায়, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে। সম্প্রতি আমরা জনসাধারণের উন্নতিকল্পে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ আবশ্যকতা হইয়াছে। নিম্ন শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থব্যয় করা প্রয়োজন। নিম্ন শিক্ষার দ্বারা কৃষিজীবী ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লোকের উপকার হইবে, শিক্ষার অভাবে তাহারা দুর্ভিক্ষ ও রোগের হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে জানে না। গ্রামের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ হওয়া প্রয়োজন; তাহা হইলে বিচার নিরপেক্ষভাবে চলিবে। কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যথা-সময়ে আপনার নিকট প্রেরিত হইবে; ইহাতে সমগ্র ভারতের ও প্রাদেশিক অনেক অভাব অভিযোগের কথা আছে, আশা করি, আপনি এ সকল বিষয়ে সুবিবেচনা করিবেন। আপনাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনার শাসনসময়ে দেশে শান্তি উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হউক। আপনি শান্তিসংস্থাপক রাজা এডওয়ার্ডের বিশ্বস্ত বন্ধু, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা চিরদিনই দুঃখ প্রকাশ করিব।

রাজ্যাভিষেক-দরবার—দিল্লীতে রাজ্যাভিষেক-দরবারের সময় কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে না এইরূপ শুনা যাইতেছে। রাজা ও রাণী আপনারাই রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিবেন। লণ্ডন হইতে এই অনুষ্ঠানের জন্য রাজদণ্ড ও রাজমুকুট প্রভৃতি আনা হইবে। ভারতে এই মহোৎসব দেখিবার জন্য সকলে উৎসুক।

ভারতে শান্তি ও ভারত-সচিবের মত—ভারত-সচিব লর্ড ক্রু এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতের অবস্থা আশা-প্রদ। তথায় অধিকতর শান্তিস্থাপনের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। রাজা ও রাণীর ভারত-আগমনে আরও অধিকতর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ত্রিবাঙ্কুরে বিবাহ-আইন—ত্রিবাঙ্কুরে এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাকা এতদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই প্রথার প্রচলন বন্ধ হইয়া নূতন বিবাহ আইন প্রচলিত হইয়াছে। তাহাতে এক স্ত্রীর দুই স্বামী গ্রহণ আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

পুরুষজাতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রচলিত হওয়া উচিত।

আশ্চর্য্য অস্ত্রচিকিৎসা—সম্প্রতি লণ্ডনের শিশু হাঁসপাতালে এক বালকের আশ্চর্য্য অস্ত্র-চিকিৎসা হইয়াছে। বালকটীর বয়স যখন আঠার মাস, তখন পড়িয়া গিয়া মাথায় অত্যন্ত আঘাত লাগে; তাহাতে তাহার মাথার ডান দিকের হাড় বাড়িতে পারে নাই; সেখানে একটা মাংসপিণ্ডের মত হইয়াছিল। গত অক্টোবর মাসে বালকটী পুনরায় পড়িয়া যায়, তখন তাহাকে হাঁসপাতালে গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসকগণ দেখিলেন যে, ঐ মাংসপিণ্ডের মধ্যে জলীয় পদার্থ জমা হইয়াছে, উহার চাপে মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পাইতে পারিতেছে না। ডাক্তারগণ ঐ বর্দ্ধিত অংশ অস্ত্রপ্রয়োগে কাটিয়া ফেলিয়া মস্তিষ্কের ব্যাগ সেলাই করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে মাথার অনেকটা স্থান হাড় না থাকাতে ফাঁক হইয়া রহিল। তখন বালকের পা হইতে কতকটা হাড় চাঁছিয়া লইয়া মস্তকের হাড়ের সঙ্গে সেই শূন্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হইল। অনেক দিন বালকটীর জীবন সংশয়াপন্ন ছিল। মস্তিষ্কের থলেটি ভালরূপে সেলাই করা হয় নাই বলিয়া পুনরায় খুলিয়া ভাল করিয়া সেলাই করা হয়। ইহার পর বালক ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিল। এই ভাবে তিন ইঞ্চি স্থানে হাড় জন্মিল। বালকটী সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসার দিন দিনই উন্নতি হইতেছে। ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

মিশরে খনিজ তৈল—মিশরে কেরোসিন তৈলের যে ক্ষেত্র বাহির হইয়াছে, তাহা প্রায় দুই শত মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। ভূস্তরের নিম্ন হইতে যে তৈল উঠিতেছে, তাহা অতি উত্তম। এই ক্ষেত্রে পাঁচটী কূপ করিয়া তৈল উঠান হইতেছে। প্রত্যহ এই সকল কূপ হইতে সাতশত হাজার মন তৈল বাহির হইয়া থাকে। রুষের তৈল অপেক্ষা মিশরের এই তৈল কোন গুণে ন্যূন নহে। আমাদের মনে হয়, ইউরোপের ধনিগণ শীঘ্র অর্থ ব্যয় করিয়া এই ব্যবসায় চালাইবেন।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এ পর্য্যন্ত আমি স্ত্রীলোকেরা সচরাচর নিজ গৃহে ও পরিবারের মধ্যে কিরূপে কাজ করিতে পারেন, তাহা দেখাইয়াছি। হয়ত ইহার অনেক নিয়োগ নারীদের